ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-331 ■ 8 September, 2024 ■ আগরতলা ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২২ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফের অশান্ত মণিপুর, মৃত ৬

ইম্ফল, ৭ সেপ্টেম্বর ।। রক্ত ঝরেই চলেছে মণিপুরে। শুক্রবার মোরিং শহরে রকেট হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর আজ শনিবার কুকি ও মেইতেই জনগোষ্ঠির মধ্যে সংঘর্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

শুক্রবার মোরিং শহরে রকেট হামলায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কুকি জনগোষ্ঠীর কিছু বিদ্রোহীরা এই হামলা চালিয়েছিল বলে দাবি পুলিশের। এরপর আজ সকালেও ফের নতুন করে অশান্তি ছড়ায়। জিরিবামের নুঙ্গচাপ্পি গ্রামে ৬৩ বছরের এক বৃদ্ধকে ঘুমন্ত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। অন্যদিকে, কুকি ও মেইতেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুলির লড়াইয়ে কমপক্ষে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই গ্রুপগুলি নিজেদের ভিলেজ ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার বলেই পরিচয় দেয়। এমনটাই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জিরিবামের পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, সংঘর্ষের খবর পাওয়া মাত্র পুলিশ বাহিনী পৌঁছয়। তবে ততক্ষণে গুলির লড়াইয়ে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ গিয়ে সংঘর্ষ আটকায়।

ইম্ফলের ইন্সপেক্টর জেনারেল বলেন, গতকাল কুকি সন্ত্রাসীরা বিষ্ণুপুর ও চূড়াচাঁদপুর সীমান্তের কিছু এলাকায় গুলি চালায়। এরপর নিরাপত্তা বাহিনী তল্লাশি অভিযান চালায়। দুষ্কৃতীদের দুটি বাঙ্কার ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এরপরই মোরিং

থেকে কুকি দুষ্কৃতীরা লং রেঞ্জের রকেট ছোড়ে, যার আঘাতে এক প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হয়। আহত হন ৬ জন। আজ সকালে কুকি দুষ্কৃতীরা জিরিবামে হামলা চালায়। এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দুষ্কৃতীরা পালানোর সময়ও গুলি চালাচ্ছিল, গ্রামের কিছু ভলেন্টিয়ার পাল্টা গুলি চালায়। জিরিবাম পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে, তাদের উপরও হামলা করে। পাল্টা জবাব দেয় পুলিশও। দিন কয়েক আগেই ড্রোনে করে বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র ফেলার অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম মোতায়েন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীও হেলিকপ্টারে নজরদারি চালাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টেও নজরদারি করা হচ্ছে। গত বছরের মে মাস থেকেই অশান্ত মণিপুর। মাসের পর মাস ধরে চলা কুকি ও মেতেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে শতাধিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে সরকার কোন ধরনের আপোষ করবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বর্তমান রাজ্য সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে কোন ধরণের আপোষ করা হবে না। এই সরকার শুধু মুখে বলে না। কাজের নিরিখে বাস্তবায়ন করায় সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য। কারণ কথার চাইতে কাজ করে দেখাই আসল। এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে বর্তমান সরকার। শনিবার উনকোটি জেলার কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ বর্ষে পদার্পন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। যেসকল ছাত্রী মহাবিদ্যালয়ে (জেনারেল কলেজ) পড়াশুনা করছে তাদের সমস্ত ধরণের ফি মকুব করে দেওয়া হয়েছে। সেটা ইতিমধ্যে লাগু করে দেওয়া হয়েছে। এতে উচ্চশিক্ষার প্রতি ছাত্রীদের আগ্রহ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও শ্লোগান তুলেছেন। সেটা শুধু শ্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কাজ করে দেখাচ্ছি আমরা। মেয়েদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য চাকরিতে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ করে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ স্টল বরাদ্দ করা হচ্ছে। তাদের জন্য পিঙ্ক টয়লেট করার ব্যবস্থা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র করে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। সাব্রুমে ধম্মদীপা ইন্টারন্যশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি খুব সহসাই শুরু হতে চলেছে। বর্তমানে পরিকাঠামো স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। এই সংক্রান্ত বিল বিধানসভায়ও পাশ হয়েছে। টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি হচ্ছে রাজ্যে। আর্যভট্ট ইউনিভার্সিটি চালু করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাতে জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু হয় তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আমাদের কাছে এমবিবি ইউনিভার্সিটি আর ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে মেডিকেল হাবের মতো উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরাতে একটি এডুকেশন হাব গড়ে তুলতে আগ্রহী এই সরকার। ত্রিপুরায় ডেন্টাল কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। যেটা কোনদিন ভাবা যায় নি। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুফলে এটা সম্ভব হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, আপনারা জেনে খুশি হবেন গতকালই বিডিএস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেআরবিটি গ্রুপ- ডি পদে মেধা তালিকা প্রকাশিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। বহু প্রত্যাশিত গ্রুপ- ডি পদে জে আর বি টি চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাল্টি টাসকিঙ্ক স্টাফ পদে জে আর বি টি ২৪৩৭ জন প্রত্যাশিকে চাকুরীর জন্য প্রস্তাব করেছে। ৬৩টি পদে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রার্থী মিলেনি। ইতিপূর্বে ২৪১০টি গ্রুপ- সি পদে মেধা তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। জে আর বি টি তাদের গ্রুপ- সি পদে চাকুরীর জন্য সুপারিশ করেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর ।।: বাজারে যাওয়ার পথে মাঝ রাস্তায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় কলসি ফাতিছড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসী ফাতিছড়া এলাকায় মংপু মগ (৪১) বাইসাইকেলে করে বাড়ী থেকে বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। মাঝ পথে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে আসেন তিনি। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে প্রান হারায় মংপু মগ। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বাইখোড়া থানার পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে গত ৩ বছরে ৭০৪৪.৪১ লাখ টাকা মিলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্য সরকারের পর্যটন উন্নয়ন তহবিলে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গত তিনটি অর্থ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০৪৪.৪১ লক্ষ টাকার মঞ্জুর করেছে। যোগ করেন, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালু করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারে গোমতী জেলার নারিকেল কুঞ্জে হেলিপ্যাড নির্মাণ করা হয়েছে।

তার মধ্যে ৬২১৮.৯৯ লক্ষ টাকা ইতিমধ্যেই পর্যটন ক্ষেত্রের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার অতিরিক্ত ৫৮৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভার বাদল অধিবেশন চলাকালীন ত্রিপুরার পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছেন।

বিধানসভায় সিপিআইএম বিধায়ক নয়ন সরকার এবং কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নে চলমান প্রকল্পগুলি বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত তিনটি আর্থিক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন সান জুড়ে ৪১টি লগ হাট নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে। আরও ১০টি লগ হাট খুন সহসাই চালু করা হবে। সাথে তিনি

তাঁর কথায়, রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় গন্তব্য ডম্বুর জলাশয়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে উৎসাহ দিতে ওয়াটার স্কুটার জেট স্কিস, ভাসমান জেটি, এবং মোটর চালিত নৌকা চালু করা হয়েছে। সাথে ওয়াটার স্কি, ইনফ্ল্যাটেবল কায়াক, ব্যানানা বোট এবং স্ট্যান্ড-আপ প্যাডেল বোর্ডের মতো কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, স্বদেশ দর্শন ১.০ প্রকল্পের অধীনে আগরতলা, সিপাহীজলা, মেলাঘর, উদয়পুর, অমরপুর, মন্দিরঘাট, তীর্থমুখ, নারকেল কুঞ্জ, ডুম্বুর, আমবাসা, নীরমহল এবং বড়মুঠা পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির''কে একটি আধ্যাত্বিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা লক্ষ্যে ভারত সরকারের পর্যটন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিডিএস পরীক্ষায় প্রথম বর্ষের ফল প্রকাশ, সাফল্য পেল পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের জন্য আরেকটি গর্বের মুহূর্ত রচিত হল। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ব্যাচেলার অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) প্রথম বর্ষের পরীক্ষায়, প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত পারদর্শীতার সঙ্গে দারুণ ফলাফল করেছে। এই কলেজের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই অত্যন্ত উৎকৃষ্টতার সাথে সফলভাবে তাদের প্রথম বছর শেষ করেছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ব্যাচেলার অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় যে ফলাফল প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা গেছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনির্বাণ সূত্রধর ৮০.৪২ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থানে, জয়স্মিতা সাহা ৭৯.০৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে এবং ৭৭.৬৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে অনন্যা দেবনাথ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশামুক্তি কেন্দ্রে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। নেশা মুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি থাকা এক যুবকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ওই যুবককে নির্যাতন করা হত। ডুকলি স্থিত সানরাইজ ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, আমতলী বাইপাস এলাকা স্থিত সানরাইজ ফাউন্ডেশন নামে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে রাহুল দেব নামে যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের স্ত্রীর অভিযোগ, আজ থেকে চার মাস আগে সুস্থ হওয়ার জন্য স্বামীকে নেশা মুক্তি কেন্দ্রে দিয়েছিলেন। চলতি মাসে চার মাসের টাকা দিয়ে বাড়িতে আনার কথা ছিল তাকে। কিন্তু গতকাল রাতে ফাউন্ডেশনের কর্তৃপক্ষ পরিবারের সদস্যদের জানান রাহুলের প্রচন্ড পেটব্যথা হচ্ছে। তাকে হয় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কিন্তু পরিবারের লোকজনরা জিবি হাসপাতালে আসার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন রাহুল দেব বলে দাবি তার। ওই ঘটনার সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন মৃতের স্ত্রী। মৃত যুবকের বর্তমানে বৃদ্ধ মা ভাই স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান রয়েছে।

স্মার্ট সিটি ঃ শহরে নিরাপত্তায় ৪৬০ টি ক্যামেরা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। শহরে নিরাপত্তা এবং ব্যবস্থাপনা বাড়ানোর দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে নিয়েছে রাজ্য সরকার। আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেড শহরের বিভিন্ন স্থানে মোট ৪৯৬টি নজরদারি ক্যামেরা স্থাপন করেছে। এর মধ্যে, ৪৬০টি ক্যামেরা বর্তমানে চালু রয়েছে। যা শহরের পুলিশ ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে।

বিধানসভার বাদল অধিবেশন চলাকালীন সিপিআইএম বিধায়ক নয়ন সরকারের উত্থাপিত প্রশ্নের লিখিত উত্তরে নগর উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা তথ্যটি দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলমান উন্নয়ন ও রাস্তা প্রশস্তকরণ কাজের কারণে কিছু ক্যামেরা সাময়িকভাবে ভেঙে ফেলা হয়েছে, তবে শীঘ্রই সেগুলো আবার বসানো হবে। ইন্দ্রনগরের ডিআইটি বিল্ডিং-এ অবস্থিত এএসসিএল-এর ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার, হানিওয়েল অটোমেশন ইন্ডিয়া লিমিটেড, পুনে, মহারাষ্ট্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অত্যাধুনিক সুবিধাটি সিটি সার্ভিলেন্স সিস্টেম — আগরতলাতে গুরুত্বপূর্ণ।সাথে তিনি যোগ করেন, আইসিসি অপরাধ প্রতিরোধে এবং অপরাধীদের সনাক্তকরণে পুলিশ প্রশাসনকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

তাঁর কথায়, অপরাধ প্রতিরোধের বাইরে নজরদারি ব্যবস্থা শহরের মধ্যে বন্যা ও জলাবদ্ধতা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যার মধ্যে ৩০টি ট্র্যাফিক সিগন্যাল রয়েছে। আইসিসিসি-তে সংহত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ভবতী পুত্রবধূকে হত্যার দায়ে শ্বাশুড়ির যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। ১০ মাসের গর্ভবতী গৃহবধূকে হত্যার মামলায় শাশুড়ি পারুল বর্মনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বিশালগড় আদালত।

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালে ইতি সাহার বিয়ে হয়েছিল বিশালগড় থানাধীন দুর্গানগর রামছড়া এলাকার ধনঞ্জয় বর্মনের সাথে। তারপর থেকে তাকে শারীরিক নির্যাতন করতেন তার স্বামী ধনঞ্জয় বর্মন ও শাশুড়ি পারুল বর্মন। পরবর্তী সময়ে স্বামী ও শাশুড়ি মিলে তার গায়ে কেরসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছিল। তখন গৃহবধূ ১০ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। সেই মামলায় শাশুড়ি পারুল বর্মনকে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করে বিশালগড় আদালত।

নাকা পয়েন্টে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। সোনামুড়া পুলিশের নাকা পয়েন্টে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে। অল্পতে রক্ষা পেলো সোনামুড়ার মধুবন এলাকার একটি পরিবার। রড বোঝাই গাড়ি রাস্তা থেকে ঢুকে গেলে বাড়িতে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সাথে সাথে পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোনামুড়া মধুবন এলাকায় নাকা পয়েন্টে রড বোঝাই গাড়ি একটি বাড়িতে ঢুকে যায়। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে পরিবারের সদস্যরা।

গণেশ চতুর্থীতে উৎসবে ভাসল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। শরতের আকাশে সাদা মেঘের ভেলার সঙ্গে প্রকৃতি ও সেজে উঠেছে। তারই রূপ ফুটে উঠলো গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে। যদিও রাজ্যে গণেশ উৎসবের জোয়ার শুরু হয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। তার আগে বেশিরভাগ হিন্দিভাষী অধ্যুষিত রাজ্য গুলিতে গণেশ উৎসব মাতোয়ারা ছিল সবচেয়ে বেশি। তারি রেশ এসে পরল বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্য গুলিতে। ত্রিপুরাতে এখন গণেশ চতুর্থীতে কে ঘিরে সমারোহ আয়োজন। লাখো টাকার উপরে বাজেট করে গণেশ চতুর্থীর আয়োজন হচ্ছে। শুধু তাই নয় দুর্গোৎসবের মতো প্যান্ডেলেরও বৈচিত্র যেমন রয়েছে ঠিক তেমনি মূর্তির মধ্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। একইসঙ্গে প্রসাদের আয়োজনও রয়েছে। সব মিলিয়ে গণেশ চতুর্থী এখন শারদ উৎসবের প্রাকলগ্নে নতুন করে রাজ্যের মানুষকে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে হাজির হয়েছে। তারই এক ঝলক দেখা গেল উৎসবের প্রথম দিনে। গভীর রাত পর্যন্ত শহরে উৎসব মুখর মানুষের ভিড়। অলিগলি পাড়াতেও এখন গণেশ চতুর্থীর আয়োজনে ব্যস্ত মহিলারাও। সকাল থেকে পুজোপাঠ অঞ্জলি ও ভোগের আয়োজনে ব্যস্ত পরে সন্ধ্যায় রাস্তায় নেমে পড়ে উৎসবমুখর মানুষ।এই উৎসবকে ঘিরে চলছে নানা ধরনের কর্মসূচিও। স্বাস্থ্য শিবির বস্ত্র দান রক্তদান ইত্যাদি।

এদিকে, খয়েরপুর বিজেপি মন্ডল অফিসের সামনে গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করে যুব মোর্চার উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ও বিজেপি দলের সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবিভিপি দ্বারা আক্রমণের শিকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্র, অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর ।। বিশালগড় মহকুমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সেমিস্টারের পড়ুয়া এবিভিপি-র দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে আজ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল ওই ছাত্রের বাড়িতে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের প্রথম সেমিস্টারের ছাত্র দুর্জয় চৌধুরী গতকাল কলেজে যাওয়ার পর বিজেপি আশ্রিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-ছাত্রের দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়েছেন। অভিযেগ, তাকে ক্লাস রুম থেকে ডেকে নিয়ে কাউন্সিলিং কক্ষের ভিতরে তিন ঘন্টা ধরে আটকে রেখে তাকে শারীরিকভাবে মারধর করে। তার বন্ধু তাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও মারধর করে এবং তাকে জয় শ্রীরাম স্লোগান দিতে বাধ্য করে। সংখ্যালঘু মুসলিম সমাজের ছাত্র দুর্জয় তাই তাকে মেরে জোরপূর্বক ভাবে তার মুখ দিয়ে ওই বিতর্কিত স্লোগানটি দেওয়ানো হয়।

তিন ঘন্টা পর কলেজের প্রিন্সিপাল রুমা সাহা উশৃংখল ছাত্রদের কবল থেকে দুর্জয়কে ছাড়ানোর জন্য হস্তক্ষেপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতল ৮ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
২২ ভাদ্র, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গণেশ বন্দনায় মাতোয়ারা

হিন্দুদের ১২ মাসে ১৩ পার্বণের অন্যতম পার্বন হইলো সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজা। দক্ষিণ ভারতে আদি অনন্তকাল হইতেই গণেশ পূজার প্রচলন থাকিলেও আমাদের রাজ্য ত্রিপুরায় গণেশ পূজার তেমন কোন প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে ধর্মপ্রাণ মানুষ গণেশ পূজার প্রতি দারুন ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন।গণেশ চতুর্থী মানেই সারদ উৎসবের আগাম বার্তা। সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজা। গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করিয়া রাজধানী আগরতলা শহর নতুন সাজে সাজিয়া উঠিয়াছে। আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে গোটা শহর। গণেশ পূজার মধ্য দিয়াই রাজ্যে শারদ উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হইয়াছে বলা যাইতেই পারে। ধর্মপ্রাণ মানুষ মাতিয়া উঠিয়াছেন উৎসবের মেজাজে। মহেশ্বর ও দেবী পার্বতীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন গণেশ। হিন্দুদের অন্যান্য পুজোগুলির মধ্যে আরেকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইল গণেশ পুজো। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, এইদিন গণেশ তাঁহার ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন।ভারতের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে খুবই জনপ্রিয় এই গণেশ পুজো। গত বেশ কয়েক বছর ধরিয়া ত্রিপুরাতেও গণেশ পূজার ধুম পড়িয়াছে। গণেশ পূজার প্রচলন রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্র যেন শারদীয় উৎসবের আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করিয়া রাজধানীর আগরতলা শহর নতুন সাজে সাজিয়া উঠিয়াছে। আগরতলা শহরে বেশ কয়েকটি পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। আলোকসজ্জায় সাজিয়া উঠিয়াছে গোটা শহর। অত্যন্ত ধুমধামের সহিত এই পুজো করা হয়। শিব ও পার্বতী পুত্র গজানন গণেশ বুদ্ধি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের সর্বোচ্চ দেবতা। ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে নানা বিপত্তি থেকে মুক্তি পাইতে ভক্তরা এই পুজো করেন। শ্রী গণেশের বাহন হইল মূষিক।

হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে গণেশ পুজোর আয়োজন করা হয়। দশদিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি হয় অনন্ত চতুর্দশীর দিন। কথিত আছে, সমস্ত শুভ কাজের শুরু শ্রী গণেশের নাম নিয়া করিলে তাহা সফল হয়। গণেশ পুজো বাদ দিয়া কোনও পুজোই সম্পূর্ণ হয় না। দেবতাদের মধ্যে তাঁহাকেই প্রথম পূজ্য বলিয়া গণ্য করা হয়।গণেশের প্রায় ১০৮টি নাম আছে। এর মধ্যে গণপতি, গজানন, বিনায়ক এবং বিঘ্নরাজ এগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, গণেশ হইলেন সমৃদ্ধির প্রতীক। তাই তাঁহার আর এক নাম হইল সিদ্ধিদাতা গণেশ।পুরাণ অনুসারে, দেবী পার্বতী গণেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পার্বতীর দরজা পাহারা দিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। শিব ফিরিয়া আসিয়া পার্বতীর ঘরে ঢুকিতে গেলে গণেশ তাঁহাকে বাধা দেন। একটি ছোট ছেলের এই আস্পর্ধা দেখিয়া শিব রাগিয়া যান। শিবের সঙ্গে গণেশের যুদ্ধও শুরু হয়। তখন রাগের মাথায় শিব গণেশের মাথা কাটিয়া ফেলেন। গণেশকে মুণ্ডহীন দেহ দেখিয়া পার্বতী কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন। তাঁহার সন্তানকে ফিরাইয়া দিতে বলেন শিবকে। শিব তখন অন্য দেবতাদের নির্দেশ দেন উত্তর দিকে গিয়া যাহার মাথা আগে দেখিতে পাইবে সেই মাথাই কাটিয়া নিয়া আসিতে। দেবতারা প্রথমেই একটি হাতি পাইয়া তাহারই মাথা নিয়া আসে। সেই মাথাটিই গণেশের দেহে বসাইয়ায়ে দেন শিব।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তরিত হবে গণভবন, তুলে ধরা হবে '১৬ বছরের নির্যাতনের চিত্র'

।। রাজীব দে।।ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুততার সঙ্গে গণভবনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তর করা হবে, যেখানে তুলে ধরা হবে বিগত ১৬ বছরের গুম, খুন ও নির্যাতনের সামগ্রিক চিত্র।

আজ শনিবার গণভবন পরিদর্শনকালে তথ্য ও সম্প্রচার এবং ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রালয়ের উপদেষ্টা মোহম্মদ নাহিদ ইসলাম এ কথা জানান। নাহিদ ইসলাম বলেন, অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা পাঁচ আগস্ট নতুন বাংলাদেশ পেয়েছি। জনগণের বিজয়কে ধারণ করে রাখার উদ্দেশ্যেই গণভবন-এর বর্তমান ভগ্নাবশেষ অক্ষত রেখেই জাদুঘরে রূপান্তর করা হবে যা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

উপদেষ্টা বলেন, যে কোনও ফ্যাসিস্ট, স্বৈরাচারি এবং খুনি রাষ্ট্রনায়কদের কী পরিণত হয় তা পৃথিবীর বুকে একটা নিদর্শন হিসেবে রাখার জন্য এই ভবনকে জাদুঘর করা হচ্ছে। আর জনগণই যে রাষ্ট্র ক্ষমতার আসল মালিক সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গণভবনকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি জাদুঘরে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এজন্য একটি কমিটি গঠন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি বিদেশেও যাঁরা জাদুঘর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতি জাদুঘর করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জাদুঘরে গত ১৬ বছরের গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গণ-অভ্যুত্থানের ৩৬ দিনের ঘটনাবলি, শহিদদের তালিকা, স্মৃতি, এ সবকিছুর একটি সামগ্রিক উপস্থাপনা থাকবে। পাশাপাশি থাকবে কিছু ডিজিটাল উপস্থাপনাও।

স্থাপত্যশিল্পী এবং জাদুঘর বিশেষজ্ঞ আর্কিটেক্টদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হবে বলেও তিনি জানান। পরিদর্শনকালে শিল্প উপদেষ্টা আজিজুর রহমান খান, এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব উপস্থিত ছিলেন।

কাশ্মীরে ভোটের প্রচার তুঙ্গে, রবিবার রামবান ও বানিহালে জনসভা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে ভোটের প্রচার। ইতিমধ্যেই জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার জম্মুতে নির্বাচনী জনসভাও করেছেন তিনি। এবার রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনী জনসভা করবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) জম্মু ও কাশ্মীরের রামবান ও বানিহালে নির্বাচনী জনসভা করার কথা রয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। উল্লেখ্য, ৯০-আসন বিশিষ্ট জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ভোট হবে ৩ দফায়। প্রথম দফায় ভোট ১৮ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় দফায় ভোট ২৫ সেপ্টেম্বর ও তৃতীয় দফায় ভোট ১ অক্টোবর। ফল ঘোষণা ৮ অক্টোবর।

ইউএস ওপেনের ফাইনালে সিনার ও ফ্রিৎজ

নিউইয়র্ক, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ইউএস ওপেনে টানা ১৫টি সেট জিতে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন ড্রেপার। কিন্তু শনিবার সিনারের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি হেরে গেলেন ৫-৭, ৬-৭ (৩-৭), ২-৬ গেমে। বিদায় নিলেন ইউএস ওপেন থেকে। এই প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনাল খেললেন জ্যাক ড্রেপার। প্রথম বার খেলতে নেমে লড়াই করে হারলেন বিশ্বের এক নম্বর ইয়ানিক সিনারের বিরুদ্ধে। আজ ব্রিটিশ টেনিস খেলোয়াড় কোর্টের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তার পরেও লড়াই করলেন। অন্য সেমিফাইনালে জিতলেন ফ্রিৎজ। তিনি হারিয়ে দিলেন ফ্রান্সেস টিয়াফোকে।

সব দেবতার আগে কেন পুজো করা হয় গণপতির ? জানুন গণেশ চতুর্থীতে

শ্রমণা গোস্বামী

হিন্দুধর্ম অনুসারে ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থী তিথিতে পালিত হয় গণেশ চতুর্থী। এই দিনের পার্বতী ও মহাদেবের সন্তান গণপতির জন্ম হয় বলে মনে করা হয়। এই বিশেষ দিনটি বিনায়ক চতুর্থী নামেও পরিচিত। এই বছর ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পালিত হচ্ছে গণেশ জয়ন্তী। সনাতন ধর্মে গণেশকে বলা হয়ে থাকে অগ্রপূজ্য। সব দেবতার আগে তাঁর পুজো করার রীতি প্রচলিত আছে। আজ আমরা জেনে নেব কেন গণেশ ঠাকুরের পুজো সব দেবতার আগে করা হয়ে থাকে।

কেন গণেশের পুজো সবার আগে হয়? ভারতীয় পুরাণ অনুসারে গজানন বা গণেশের পুজো সবার আগে হওয়ার পেছনে দুটি কাহিনি পাওয়া যায়।

প্রথম কাহিনিটি হল:- গণেশকে নিজের গায়ের ময়লা থেকে তৈরি করেছিলেন পার্বতী। গণেশের জন্ম দেওয়ার সময় সেখানে মহাদেব উপস্থিত ছিলেন না। তাই গণেশের জন্মের কথা প্রথমে তিনি কিছুই জানতেন না। পার্বতী স্নানে যাওয়ার আগে ছোট্ট গণেশকে দরজা পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে যান। তাঁর স্নান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেন কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে, তার নির্দেশ দেন পার্বতী। একটু পরেই মহাদেব সেখানে উপস্থিত। তিনি ভেতরে যেতে গেলে তাঁকে আটকান গণেশ। ছোট একটা ছেলেকে তাঁর পথরোধ করতে দেখে প্রথম মিষ্টি কথায় তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন শিব। কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে অনড় গণেশকে টলানো না গেলে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তিনি গণেশের মাথা কেটে দেন।

সেই সময় পার্বতী বাইরে এসে এই ঘটনা দেখে মারাত্মক ক্রুদ্ধ হন। গণেশের প্রাণ ফিরিয়ে না দিলে তিনি গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করে দেবেন বলে জানান। নিজের কাজে অনুতপ্ত শিব তখন তাঁর অনুচরদের বলেন যে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে, এমন কাউকে দেখলে তার মাথা কেটে নিয়ে আসতে। মহাদেবের অনুচররা উত্তর দিকে মাথা দিয় একটি হাতিকে শুয়ে থাকতে দেখে সেই হাতির মাথা কেটে নিয়ে আসে। গণেশের শরীরে হাতির মাথা লাগিয়ে তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে দেন মহাদেব। এরপর নিজের পুত্রকে তিনি আশীর্বাদ করেন যে সবার আগে গণেশের পুজো করতে হবে।

দ্বিতীয় কাহিনি হল:- একবার গণেশ ও কার্তিকের মধ্যে কে আগে গোটা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবে, তার প্রতিযোগিতা হয়। কার্তিক মনে করেন যে নাদুশ নুদুশ গণেশ ইঁদুরের পিঠে চড়ে কখনোই তাঁর আগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসতে পারবেন না। কিন্তু তিনি ময়ূরের পিঠে চড়ে গোটা পৃথিবী ঘুরে এসে দেখেন যে গণেশ আগে থেকেই সেখানে বসে আছেন। কী করে এটা সম্ভব হল তা জানতে চাইলে গণপতি বলেন যে তাঁর বাবা-মাই হল গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাই তাঁদের প্রদক্ষিণ করেই তিনি গোটা বিশ্ব ঘুরে ফেলেছেন। গণেশের এই বুদ্ধি দেখে তাঁকে অগ্রপূজ্য হওয়ার আশীর্বাদ দেন শিব পার্বতী।

ছয়শো বছরের অটোমান সাম্রাজ্যের শুরু ও শেষ যেভাবে

জাফর সৈয়দ

জহির-উদ-দীন বাবর ভালো করেই জানতেন যে তার সেনাবাহিনীর সংখ্যা শত্রু বাহিনীর তুলনায় আট ভাগ কম, তাই তিনি এমন একটি পদক্ষেপ নেন, যা ইব্রাহিম লোদি কল্পনাও করতে পারেননি।

বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার মুসলিম সম্রাট ও মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদি রাজবংশের শেষ সুলতান ইব্রাহীম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি দখল করে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আর সেই পানিপথের যুদ্ধে অটোমান তুর্কিদের যুদ্ধ কৌশল ব্যবহার করেছিলেন বাবর।

অটোমানদের উপহার যুদ্ধ কৌশল

তুর্কি অটোমানের যুদ্ধ কৌশল অনুযায়ী বাবরের বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে প্রথম সারিতে চামড়ার দড়ি দিয়ে সাতশ গরুর গাড়ি বাঁধেন।

তাদের পেছনেই বসানো হয় যুদ্ধ কামান। বলে রাখা ভালো, এটি ছিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ এবং এর আগে ভারতের কোনও যুদ্ধে কামানের ব্যবহার হয়নি। কামানের বিষয়ে অনেকে তখন জানতোই না।

শুরুর দিকে এই কামানগুলোর লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার ক্ষমতা খুব একটা ভালো ছিল না।

তবে বাবর বাহিনী কামান থেকে নির্বিচারে গোলা বর্ষণ শুরু করলে এর আকস্মিক কান-ফাটানো বিস্ফোরণ ও ধোঁয়ায় আফগান বাহিনী বিভ্রান্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে।

অথচ ইব্রাহীম লোদির বাহিনীতে ৫০ হাজার সৈন্য ছাড়াও এক হাজারের মতো যুদ্ধ হাতি বা গজবাহিনী ছিল, কিন্তু সৈন্যদের মতো এই হাতিগুলোও আগে কখনও কামানের বিস্ফোরণ শোনেনি।

এ কারণে কামান থেকে গোলা বিস্ফোরণের সাথে সাথে হাতিগুলো যুদ্ধে অংশ নেয়ার পরিবর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, ধোঁয়ায় সবার শ্বাসরোধ হয়ে আসে।

অন্যদিকে, বাবরের ১২ হাজার প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়ে যুদ্ধ করা যোদ্ধারা এমন মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল।

তারা বিদ্যুতের গতিতে এগিয়ে গিয়ে লোদির সেনাবাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং বাবরের বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

ইতিহাসবিদ পল কে. ডেভিস তার বই 'হান্ড্রেড ডিসাইসিভ ব্যাটেলস'-বইটিতে এই যুদ্ধকে ইতিহাসের সবচেয়ে ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সেই থেকেই মহান মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়েছিল।

অটোমান বা উসমানীয় যুদ্ধ কৌশল ছাড়াও বাবরের ওই যুদ্ধে দুই তুর্কি গোলা নিক্ষেপকারী ওস্তাদ আলী ও মুস্তফা এই বিজয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বাবরকে অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা সেলিম তার ওই দুই সেনাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে একটি, অটোমান সাম্রাজ্য ১৩ শতকে উসমান গাজীর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং আনাতোলিয়া অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। উল্লেখ্য, বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বর্তমান ইতালি, গ্রীস ও তুরস্ক আর উত্তর আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। অন্যদিকে, আনাতোলিয়া হচ্ছে বর্তমান তুরস্কের বড় একটি অংশ।

উসমান গাজী, ১২৫৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সোগুত নামে ছোট একটি রাজ্যের তুর্কি সেনাপতি ছিলেন তিনি।

একদিন তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেবেন।

উসমানের স্বপ্ন

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ক্যারোলিন ফিঙ্কেল তার "উসমানস ড্রিম" বইতে লিখেছেন যে উসমান এক রাতে শেখ আদিবালি নামে এক বৃদ্ধ দরবেশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। ওই রাতে উসমান স্বপ্ন দেখেন যে তার বুক থেকে একটি বিশাল গাছ বেরিয়ে ডালপালা ছড়াচ্ছে এবং সারা বিশ্বে ছায়া ফেলছে।

উসমান পরে শেখ আদিবালীর কাছে তার এই স্বপ্নের কথা জানান। শেখ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন: 'হে উসমান, বাবা আমার, ধন্য হও, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার বংশধরদের কাছে রাজকীয় সিংহাসন অর্পণ করেছেন।'

এই স্বপ্নটি উসমান গাজীর জন্য একটি প্রভাবক হিসাবে কাজ করেছিল কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এখন ঈশ্বরের সমর্থন পেয়েছেন।

তারপর আনাতোলিয়ার বেশিরভাগ অংশ জয় করে, আশেপাশের সেলজুক ও তুর্কোমান রাজ্যসহ বাইজেন্টাইন দখল করে নেন।

উসমানের স্বপ্নটি পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যের যৌক্তিকতা এবং একইসঙ্গে মিথ বা পৌরাণিক কথায় পরিণত হয়। এই অটোমান "সাম্রাজ্য ছয়শ" বছর ধরে শাসন করেছে। এমন দীর্ঘ সময় ধরে তারা কেবল আনাতোলিয়া নয়, বরং তিনটি মহাদেশের বিশাল অংশ শাসন করে গিয়েছে।

শহর থেসালোনিকি জয় করে। এরপর ১৩৮৯ সালে সার্বিয়া জয় করে।

কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক বিজয় ছিল ১৪৫৩ সালে। ওই বছর তারা বাইজেন্টাইনের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয় করে।

মুসলমানরা এর আগের সাতশ বছর ধরে এই শহরটি দখলের চেষ্টা করলেও এটির ভৌগলিক অবস্থান এমন ছিল যে, তারা প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। কনস্টান্টিনোপলের তিন দিক বসফরাস সাগরে বেষ্টিত হওয়ায় এই শহরটি আশ্রয়ের শহর হয়ে উঠেছিল। বাইজেন্টাইনরা গোল্ডেন হর্ন পথটি বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের ২৮টি যুদ্ধজাহাজ অন্য দিকে পাহারা দিয়েছিল। গোল্ডেন হর্ন হচ্ছে বসফরাস সাগরের সরু এক প্রণালী, যা ছিল ইস্তাম্বুল শহরের প্রধান জলপথ। উসমানীয় সুলতান মেহমেত ফতেহ ১৪৫৩ সালের ২২শে এপ্রিল এমন এক পদক্ষেপ নেন যা কেউ ভাবতেও পারেনি। তিনি মাটিতে তক্তা দিয়ে একটি মহাসড়ক তৈরি করেন এবং তেল-ঘি মিশিয়ে পথটিকে খুব পিচ্ছিল করে ফেলেন।

তারপর গবাদি পশুর সাহায্যে তার ৮০টি জাহাজকে এই পথে টেনে নিয়ে যান এবং এভাবে সহজেই ওই শহরের বিস্মিত প্রহরীদের পরাস্ত করেন তিনি।

বিজয়ী হয়ে মেহমেত তার রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে স্থানান্তর করেন এবং তাকে 'সিজার অব রোম' (রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) উপাধি দেয়া হয়।

প্রথম উসমানীয় খলিফা

এরপর বিজয়ী মেহমেতের নাতি 'প্রথম সেলিম' অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

তিনি ১৫১৬ ও ১৫১৭ সালে মিশরের মামলুকদের পরাজিত করে, মিশর ছাড়াও বর্তমান ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডানসহ সর্বোপরি হিজাজ জয় করে তার সাম্রাজ্যের আকার দ্বিগুণ বাড়িয়ে ফেলেন।

এর পাশাপাশি, আজ থেকে ঠিক পাঁচশ বছর আগে হিজাজের দুটি পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনা অধিগ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক হয়েছিলেন প্রথম সেলিম।

ধারণা করা হয়, উসমানীয় খিলাফত ১৫১৭ সালে শুরু হয়েছিল, এবং প্রথম সেলিমকে প্রথম খলিফা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তার আগ পর্যন্ত উসমানীয়দের "সুলতান" বা "পাদশাহ বলা হতো।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তার "ইস্যু অফ খিলাফত" বইতে লিখেছেন: 'সুলতান সেলিম খান প্রথমের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অটোমান তুর্কি সুলতানরা সব মুসলমানের খলিফা ও ইমাম ছিলেন।'

'এই চার শতাব্দীর মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে খিলাফতের দাবিদারও উঠেনি। সরকারের কাছে শত শত খলিফা দাবিদার উঠেছে ঠিকই কিন্তু কেউ ইসলামের কেন্দ্রীয় খিলাফত দাবি করতে পারেনি।'

প্রথম সেলিমের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একের পর এক সাম্রাজ্য দখল করতে পারতেন। এর বড় কারণ ছিল তার কার্যকর যুদ্ধ কৌশল।

পানিপথের যুদ্ধে তার এই রণকৌশল অনুসরণ করে ওই যুদ্ধে প্রথম গোলা বারুদ ব্যবহার করেন সম্রাট বাবর।

ওই যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদিকে হারানোর পরই মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবর।

হুমায়ুন বনাম খলিফা

বাবরের উত্তরসূরি হুমায়ুনও অটোমানদের এই অনুগ্রহের কথা মনে রেখেছিলেন। সেলিমের ছেলে সালমান আলিশানকে লেখা একটি চিঠিতে হুমায়ুন লেখেন: "খিলাফতের মর্যাদার ধারক, মহানতার স্তম্ভ, ইসলামের ভিত্তির রক্ষক সুলতানের জন্য শুভ কামনা। আপনার নাম সম্মানের সিলমোহরে খোদাই করা হয়েছে এবং আপনার সময়ে খেলাফত নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। মহান আল্লাহ যেন আপনার খেলাফত অব্যাহত রাখেন।" হুমায়ুনের ছেলে আকবর অবশ্য উসমানীয়দের সাথে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেননি। যার কারণ সম্ভবত এই যে, ইরানের সাফাভিদ শাসকদের সাথে অটোমানরা তখন ক্রমাগত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং আকবর সাফাভিদ শাসকদের ক্ষেপাতে চাননি।

তবে আকবরের উত্তরসূরি শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের অটোমান সুলতানদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল।

উপহার বিনিময় আর কূটনৈতিক মিশন তাদের মধ্যে সাধারণ বিষয় ছিল এবং তারা তাকে সমস্ত মুসলমানদের খলিফা বলে মনে করতেন।

শুধু মুঘলরা নয়, অন্যান্য ভারতীয় শাসকরাও অটোমানদেরকে তাদের খলিফা হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং ক্ষমতায় আসার পর তাদের কাছ থেকে আনুগত্য নেওয়া জরুরি বলে মনে করতেন।

টিপু সুলতান মহীশুরের শাসক হওয়ার পর, তিনি তৎকালীন অটোমান খলিফা তৃতীয় সেলিমের কাছ থেকে তার শাসনের জন্য সমর্থন চাইতে কনস্টান্টিনোপলে একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন।

তৃতীয় সেলিম টিপু সুলতানকে তার নাম সম্বলিত একটি মুদ্রা টাকশাল করতে এবং শুক্রবারের খুতবায় তার নাম পাঠ করার অনুমতি দেন।

তবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য টিপু সুলতান যখন সামরিক সহায়তা চেয়েছিলেন তখন অটোমান খলিফা সেই অনুরোধ গ্রহণ করেননি।

কারণ সে সময় তিনি নিজে রাশিয়ানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং তখন শক্তিশালী ব্রিটিশ শত্রুদের পরাস্ত করা বেশ কঠিন হতো।

সুলতান সুলেইমান

অটোমানরা শুরুতে ইউরোপের অনেক অঞ্চল দখল করে। তবে এই সাম্রাজ্য রাজনীতি, রণনীতি, অর্থনীতি - এই তিনটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে প্রসার লাভ করে প্রথম সুলেইমানের আমলে।

তিনি ১৫২০ থেকে ১৫৬৬ সালে টানা ৪৫ বছর আমৃত্যু শাসনভারে ছিলেন।

সুলেইমান আলী খানের শাসনামলে সালতানাত বা অটোমান সাম্রাজ্য তার সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শীর্ষে পৌঁছেছিল।

এ কারণে তিনি পশ্চিম ইউরোপে "সুলেইমান দ্য মেগনিফিসেন্ট" নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন। অন্যদিকে, নিজ সাম্রাজ্যে তাকে বলা হতো কানুনি সুলতান।

বেলগ্রেড ও হাঙ্গেরি জয় করে সুলেইমান তার সীমানা মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। তবে দু'বার চেষ্টা করেও অস্ট্রিয়ার বিলাসবহুল শহর ভিয়েনা জয় করতে পারেননি তিনি। (যাকে ঘিরে তুরস্কের জনপ্রিয় সিরিয়াল সুলতান সুলেইমান নির্মাণ করা হয়েছে। সিরিয়ালটি বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে।)

ইউরোপ এগিয়ে যায়

ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ১৬ ও ১৭ শতকে বিশ্বের বাকি অংশকে ছাড়িয়ে যায়। এর একটি কারণ সে সময় জাহাজ শিল্প বিকাশ লাভ করছিল।

এটি ছিল ইউরোপের "আবিষ্কারের যুগ"। অর্থাৎ ইউরোপীয় নৌবহর বিশেষ করে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ডাচ আর ব্রিটিশ নৌবহরগুলো সারা বিশ্বের সমুদ্র অন্বেষণ করছিল।

এভাবে আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কার হয় এবং ইউরোপীয়রা তা দখল করে। এই দখলদারিত্বের কারণে ইউরোপ বাকি বিশ্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।

এসময় ইউরোপীয় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে শুরু করে।

ইউরোপীয়দের জন্য বেশি বেশি জলযান চালাতে নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করা এবং যন্ত্রগুলো উন্নত করার প্রয়োজন হয়ে ওঠে।

এই প্রয়োজনীয়তা থেকে সে সময় ইউরোপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন করতে থাকে।

এ সময় দ্বিতীয় আরেকটি শিল্প বেশ বিকাশ লাভ করে। আর সেটি হচ্ছে ছাপাখানা। এই ছাপাখানার উদ্ভাবন হয়েছিল ১৪৩৯ সালে।

ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল ভূমিকা রেখেছিল এই ছাপাখানা।

সেই সময় বিজ্ঞান ও কলা - দুটি বিষয়ের উপর শুধুমাত্র অভিজাত ও গির্জার একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, ছাপাখানার বদৌলতে তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে।

অটোমানরাও যদি ছাপাখানা ব্যবহার করা শুরু করতো, তাহলে হয়তো আজ পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো।

কিন্তু সুলতান ফাতিহের পুত্র দ্বিতীয় বায়েজিদ ১৪৮৩ সালে, যারা আরবি হরফে বই ছাপাতেন, তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড আরোপ করেন।

এর কারণ ছিল, আলেমগণ ছাপাখানাকে ফেরাঙ্গিদের উদ্ভাবন বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাদের মতে, ফেরাঙ্গিদের আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে কুরআন বা আরবি লিপিতে বই ছাপানো ধর্মবিরোধী। তাই ইউরোপ যখন সময়ের সাথে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন অটোমান সাম্রাজ্য বছরের পর বছর ততটাই পেছাতে থাকে এবং সংকুচিত হতে থাকে।

এরপর ব্রিটিশরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আনাতোলিয়া ছাড়া তাদের প্রায় সমস্ত অঞ্চল দখল করে নেয়। ভারতের মুসলমানরা এতে অনেক ভেঙে পড়ে কারণ তারা অটোমান খলিফাকে তাদের ধর্মীয় শাসক ও নেতা হিসাবে বিবেচনা করতো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিকল্পিত ভাঙ্গন এবং তাদের উপর ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা একটি রাজনৈতিক প্রচারণা শুরু করে যাকে 'খিলাফত আন্দোলন' বা 'তেহরিক-ই-খিলাফাহ' বলা হয়। ১৯১৯ সালে মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর নেতৃত্বে এই খিলাফত আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এই আন্দোলন থেকে ব্রিটিশদের হুমকি দেওয়া হয়েছিল যে যদি তারা অটোমান খলিফা আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করার চেষ্টা করে তবে ভারতীয় মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

খলিফা আন্দোলনে যোগ দেয়া নেতাদের মধ্যে আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, হাসরাত মোহানি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, জাফর আলী খান, মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও হাকিম আজমল খান অন্যতম ছিলেন। গান্ধী ছিলেন খিলাফতের সাথে, সরে দাঁড়িয়েছিলেন কায়েদ-ই-আজম

ভারতের কংগ্রেস পার্টি বা 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস-আইএনসি' ১৯২০ সালে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আইন অমান্য অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল এই খিলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

মজার ব্যাপার হলো, কায়েদ-ই-আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নিজেকে এই আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছিলেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে এটি সফল হবে না।

এই আন্দোলন গতি পাওয়ার আগে, ১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী বাহিনী দেশটি দখল করে এবং খলিফা আবদুল হামিদকে ক্ষমতাচ্যুত করে খিলাফতের পদ বাতিল করে। এর মাধ্যমে অটোমানদের ৬২৩ বছরের মহান সাম্রাজ্যের সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়।

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় খিলাফত আন্দোলনে বেশ উৎসাহ নিয়ে অংশগ্রহণ করে। মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী লিখেছেন: "যারা ১৯২১ থেকে ১৯২২ সময়কাল দেখেননি তাদের জন্য বলতে হয় যে সে সময় ভারত একটি আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছিল, উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে "মিত্রশক্তি"র বিজয় তাদের পরিকল্পনা এবং খিলাফতের অবসান ঘটিয়েছিল।"

'তাদের দখলের এই খবর সারা ভারতে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। মসজিদ, সমাবেশ, মাদ্রাসা, বাড়িঘর, দোকানপাট, কোথাও যেন এই বিষয় ছাড়া আর কোনও কথাবার্তাই হতো না।

উল্লেখ্য, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, ইতালি, জাপান এবং ১৯১৭ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে "মিত্রশক্তি" বলা হতো।

সে সময় প্রতিটি যুবক, বৃদ্ধ, শিশু ও নর-নারীর মুখে এই একটি কবিতা উচ্চারিত হতো, যার বাংলা অনুবাদ অনেকটা এরকম: বল মোহাম্মদ আলীর মা/দাও বাছা, তোমার জান দাও খলিফাকে আন্দোলন সফল করার জন্য সাধারণ মানুষ উৎসাহী ছিল এবং নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে অবদান রেখেছিল। এমনকি সারা ভারত থেকে নারীরা তাদের চুড়ি ও কানের দুল খুলে খিলাফত কমিটিতে দিতেন। প্রচলিত আছে যে, এক নারী তার সন্তানকে নিয়ে এসে খিলাফত কমিটির কাছে হস্তান্তর করেন এই বলে যে, এই বাচ্চা ছাড়া আমার দান করার কিছু নেই। এরপরও খিলাফত আন্দোলন সফল হয়নি, কিন্তু তুরস্কের মানুষ আজও এই চেতনাকে মনে রেখেছে। যারা তুরস্কে গেছেন তারা বলছেন, ভারতবর্ষের এই মুসলমান সম্প্রদায়ের যে সম্মান তুরস্কে আছে তা অন্য কোনও দেশে নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পুজোর ভিড়ে ভ্রমণকারীদের যাত্রা সহজ করতে পূজা স্পেশাল ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪: আসন্ন পূজার সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে তিন জোড়া পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পূজা স্পেশাল ট্রেনগুলি কাটিহার-অমৃতসর-কাটিহার, রাঙাপাড়া নর্থ-প্রয়াগরাজ জং.-রাঙাপাড়া নর্থ ও নারেঙ্গি-গোরখপুর-নারেঙ্গির মধ্যে চলাচল করবে।
উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭৩৬ (কাটিহার-অমৃতসর) এগারোটি ট্রিপের জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বুধবার করে কাটিহার থেকে ২১.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে শুক্রবার ০৯.৪৫ ঘণ্টায় অমৃতসর পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৭৩৫ (অমৃতসর-কাটিহার) এগারোটি ট্রিপের জন্য ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে অমৃতসর থেকে ১৩.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২৩.৪৫ ঘণ্টায় কাটিহার পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় ট্রেনটি আরারিয়া কোর্ট, ফরবেশগঞ্জ, দারভাঙ্গা জং., গোরখপুর জং., গোন্ডা জং., বেরেইলি, রুরকি ও জলন্ধর সিটি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।
উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৮৩১ (রাঙাপাড়া নর্থ-প্রয়াগরাজ জং.) দশটি ট্রিপের জন্য ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ০১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবার করে রাঙাপাড়া নর্থ থেকে ০৯.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১২.৪০ ঘণ্টায় প্রয়াগরাজ জং. পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৮৩২ (প্রয়াগরাজ জং.-রাঙাপাড়া নর্থ) দশটি ট্রিপের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ০২ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবার করে প্রয়াগরাজ জং. থেকে ১৭.৪০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২২.৫০ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থ পৌঁছবে। উভয় পথে যাত্রার সময় ট্রেনটি রঙিয়া জং., নিউ বঙাইগাঁও, ফকিরাগ্রাম, নিউ জলপাইগুড়ি, আলুয়াবাড়ি রোড, নউগাছিয়া, খাগারিয়া জং., হাজিপুর জং., পাটলিপুত্র ও বক্সার স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।
আরেকটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৩৩ (নারেঙ্গি-গোরখপুর) চারটি ট্রিপের জন্য ০৩ থেকে ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে নারেঙ্গি থেকে ১৩.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৩.০০ ঘণ্টায় গোরখপুর পৌঁছবে।
ফেরত যাত্রার সময় উৎসব স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৩৪ (গোরখপুর-নারেঙ্গি) চারটি ট্রিপের জন্য ০৪ থেকে ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার করে গোরখপুর থেকে ২০.৫৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ২৩.১০ ঘণ্টায় নারেঙ্গি পৌঁছবে। ট্রেনটি রঙিয়া জং., কোকরাঝাড়, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিষানগঞ্জ, কাটিহার, খাগারিয়া জং., বারাউনী জং., সোনপুর, ছাপরা ও সিওয়ান জং. স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।
এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১০ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে ৭০ শতাংশ সন্ত্রাসবাদ কমানোর কাজ করেছে বিজেপি : অমিত শাহ

জম্মু, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিগত ১০ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরে ৭০ শতাংশ সন্ত্রাসবাদ কমানোর কাজ করেছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার জম্মুতে এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের কারণে কাশ্মীর অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাশ্মীরে এমন সরকার ছিল, যারা সন্ত্রাসবাদের প্রতি অন্ধ ছিল। এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী হবেন যখন শান্তি থাকবে এবং যখন সন্ত্রাস থাকবে তখন তারা দিল্লিতে চলে যাবেন এবং কফি বারে কফি পান করবেন। ভারতীয় জনতা পার্টি ১০ বছরে সন্ত্রাসবাদ ৭০ শতাংশ কমানোর কাজ করেছে।'অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'বহু বছর পর নির্ভয়ে অমরনাথ যাত্রা করা হয়েছে। বহু বছর পর উপত্যকায় নাইট থিয়েটার শুরু হয়েছে, উপত্যকায় বের হয় তাজিয়া মিছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ বিশেষ করে জম্মুর জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা সন্ত্রাস চায় নাকি শান্তি ও উন্নয়ন চায়। এনসি (ন্যাশনাল কনফারেন্স) এবং কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সন্ত্রাস আসবে এবং বিজেপি এলে এখানে কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'এখানে একটা গুঞ্জন চলছে যে, ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকার গঠন করতে চলেছি। আমি খুব অল্প বয়স থেকেই নির্বাচনী পরিসংখ্যানের ছাত্র এবং আমি আপনাদের বলছি, জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেস এবং ফারুক আবদুল্লাহর সরকার কখনই তৈরি হতে পারে না।'

ORDER UNDER SECTION 163 OF BNSS

WHEREAS reliable report has been received that there area apprehensions of the infiltration of miscreants and anti-social elements in the border area of Belonia and Sabroom Sub-Division under South Tripura District with intention to commit crimes and disturbance of internal security and public tranquility.

AND

WHEREAS cross border smuggling related activities have also been reported during last three months and there is apprehension of such illegal activities in near future, which may lead to disturbance peace and public tranquility

AND

WHEREAS I am satisfied that there are sufficient grounds to impose restrictions Under Section 163 of BNSS for ensuring peace and tranquility by preventing anti-social elements and activities of associations inimical to safety and security of General Public and forpreventing Law & Order problem in border areas.
NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred Under Section 163 BNSS 2023, I Mrs. Smitha Mol M.S., IAS, District Magistrate & Collector, South Tripura hereby prohibit movement of people and vehicles within 500 (five hundred) meters of Indo- Bangladesh International Border of Belonia and Sabroom Sub-Division of South Tripura District from 20:00 Hours to 05:00 Hours.
i. Assembly of more than four persons during the period from 20:00 Hours to 05:00 Hours of following morning is prohibited.
ii. Movement of general public and vehicles in the area mentioned in the schedule during the period from 20:00 Hours to 05:00 Hours of the following morning without valid permission of the SP South Tripura District, SDM Belonia or SDM Sabroom is prohibited.
Prohibition for Unauthorized procession or unlawful assembly of 5 or more persons and carrying arms/other instruments which can be used as weapons including sticks and stones in an around 5 kms from the IB.
iv. Prohibition on movement of the cattle whether on foot or vehicle should be up to 500 mtrs from the IB for any purpose between first light to last light including grazing.
v. Prohibition on moverfhent of variety of essential goods such sugar, flour, rice, paddy, wheat, wheat products, kerosene oil, mustard oil, coconut oil, fertilizers, textile goods, iron & steel articles, beedies leaves, machine parts, baby food, cycle parts, salt, tea, tyre & tube, all kind of dry batteries, petrol & diesel, raw jute, dal/pulses, cattle, sheep/goat, cement, beetle nuts, cosmetic items, milk powder, cigarette, condiments, liquor/beer, fish, dry/fresh fish, beef, wild life species, razers & blades, coal, medicines/drugs, synthetic drugs, ganja, wooden logs, mobile phones:etc. should be mentioned clearly which are usually carried by the miscreants to smuggle in huge quantity in any particular area within distance up to
01 Kms. Prohibition on the functioning of the Haats/ Bazaar/Shops between 20.00 hrs. to
06.00 hrs. in proximity to IB up to 1 K.M. vii. Prohibition on the ferry services shall be imposed between last light to first light in trans-boundary rivers.
HOWEVER, the prohibitory order shall not be applicable to the- 1. Movement of Military/Paramilitary force and State Police Personnel engaged to maintenance of law-and-order duty.
2. Movement of the members of public authorized by the S.P South Tripura District and SDMs of Belonia or Sabroom Sub-Division.
3. Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties.
4. Movement of patients requiring immediate medical treatment.
Any persons violating this order shall be liable to be prosecuted U/S 223 of BNS, 2023.
In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquillity, this order is passed ex-parte.
The above restriction shall come into force with effect from o7th September, 2024 to o6th December, 2024 in the areas covered under the schedule below:

SCHEDULED

The strip of area falling within 500 (Five Hundred) meters along Indo- Bangladesh international Border of entire Belonia and Sabroom Sub-Division of South Tripura District.
Given under my Seal and Signature on this day of o5th September, 2024.
ICA/D-8201/24

Smithamol Mohanan Saraswathy
District eae 4+ ollector
South Tripura, Belonia

হরিয়ানায় এএপি-কংগ্রেস জোট নীরব প্রিয়াঙ্কা, বললেন আলোচনা আপাতত চলছে

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস ও আম আদমি পার্টির সম্ভাব্য জোট প্রসঙ্গে নীরবতা বজায় রাখলেন এএপি-র জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কক্কর। শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, আলোচনা চলছে। এখনই কিছু বলা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।এএপি-র জাতীয় মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা কক্কর আরও বলেছেন, 'হরিয়ানায় আম আদমি পার্টি নিরন্তর কাজ করছে। আমরা ৯০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত...আমাদের সংগঠন শক্তিশালী। আমরা ১-২ দিনের মধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করব। তবে আমরা আশা করি (জোট নিয়ে) কিছু উপসংহারে পৌঁছাতে পারব।"

বিজেপির সংবিধান অনুযায়ী সকলের সমানাধিকার ও সুযোগ রয়েছে : জে পি নাড্ডা

পাটনা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিজেপির সংবিধান অনুযায়ী সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার বিহারের রাজধানী পাটনায় দলের সদস্যপদ অভিযান কর্মসূচি ২০২৪-এর বক্তব্য রাখেন নাড্ডা। এই অনুষ্ঠানে বিজেপির

SHORT PRESS NOTICE INVITIN
IER NO: 10/EE/PWD(R&B)/AMB/2024-25
Dt. 06-09-2024

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the "Governor of Tripura', invites online peréentage rate /-item-rate e-tender in single bid/ twe-bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:- :

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST (in Rs.)	EARNEST MONEY (in Rs.)	TIME FOR COMPLETION
1.	DNIT No: 33/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,62,259.00	2,91,245.00	60(Sixty) Days
2.	DNIT No: 34/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,60,211.00	2,91,204.00	60(Sixty) Days
3.	DNIT No: 35/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,62,932.00	2,91,259.00	60(Sixty) Days
4.	DNIT No: 36/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,63,053.00	2,91,261.00	60(Sixty) Days
5.	DNIT No: 37/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,60,395.00	2,91,208.00	60(Sixty) Days
6.	DNIT No: 38/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	58,08,554.00	1,16,171.00	60(Sixty) Days
7.	DNIT No: 39/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,44,67,644.00	2,89,353.00	60(Sixty) Days
8.	DNIT No: 41/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	96,97,297.00	1,93,946.00	60(Sixty) Days
9.	DNIT No: 42/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,60,981.00	2,91,220.00	60(Sixty) Days
10.	DNIT No: 43/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,57,532.00	2,91,151.00	60(Sixty) Days
11.	DNIT No: 44/DNIT/SE-V/AMB/2024-25	1,45,28,502.00	2,90,570.00	60(Sixty) Days

Date of publishing of bid: Date 07-09-2024
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15.00 Hrs on 13-09-2024
Time and date of opening of technical bid at 16.00 Hrs on 13-09-2024
Document downloading and bidding at application;
Class of tenderer ; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C-1515/24

(Er. Bhrigu Del)
Executive Engineer
Ambassa Division, PWD (R & B)
Ambassa, Dhalai Tripura

ভোটের আগে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো জম্মু ও কাশ্মীরে, ভোট কেন্দ্রে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভোটের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। সর্বদা কড়া নজরদারি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা। তাছাড়া ভোটগ্রহণ যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়, তা ভোটদান কেন্দ্রে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ডোডার জেলা নির্বাচনী অফিসার হরবিন্দর সিং বলেছেন, 'এই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হল নজরদারি।
আমাদের ২৭টি স্ট্যাটিক নজরদারি দল রয়েছে, তারা ২৪ ঘন্টা সীমান্তে ৩টি শিফটে কাজ করবে। আমাদের ২৭টি ফ্লাইং স্কোয়াড দলও রয়েছে...আমরা ৫৩৪টি ভোটকেন্দ্র ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি-র মাধ্যমে লাইভ পর্যবেক্ষণ করতে যাচ্ছি।'শ্রীনগর, ডোডা-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে। ৯০-আসন বিশিষ্ট জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ভোট হবে ৩ দফায়। প্রথম দফায় ভোট ১৮ সেপ্টেম্বর, দ্বিতীয় দফায় ভোট ২৫ সেপ্টেম্বর ও তৃতীয় দফায় ভোট ১ অক্টোবর। ফল ঘোষণা ৮ অক্টোবর।

হরিয়ানায় এএপি-কংগ্রেসের সম্ভাব্য জোটকে কটাক্ষ পুনওয়ালার, বললেন তাঁদের কোনও দৃষ্টিভঙ্গি নেই

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আম আদমি পার্টি (এএপি) ও কংগ্রেসের সম্ভাব্য জোটকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। কটাক্ষ করে শেহজাদ বলেছেন, ইন্ডি জোটের কোনও মিশন ও দৃষ্টিভঙ্গি নেই। শনিবার বিজেপি মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, 'তাঁদের আছে শুধু নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা। তাঁরা নিজেদের দুর্নীতিকে রক্ষা করতে চায়। এই কারণে তাঁরা কিছু জায়গায় জোট গঠন করলেও পরে তা ভেঙে যায়।'শেহজাদ পুনাওয়ালা আরও বলেছেন, 'পঞ্জাবে এএপি এবং কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে। দিল্লিতে তাঁরা আগে একসঙ্গে ছিলেন এবং এখন হরিয়ানায় অনিশ্চয়তা (এএপি এবং কংগ্রেসের মধ্যে)। এটি হরিয়ানায় কংগ্রেসের হতাশা দেখায়। হরিয়ানায় একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো রাজনৈতিক দলগুলিকেও একত্রিত হতে হবে। এর অর্থ হরিয়ানায় যদি তাঁরা এককভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাহলে তাঁদের জনগণের সমর্থন পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই।'

পদকপ্রাপ্ত সেমার ভবিষ্যতে আরও সাফল্য কামনা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্যারিস প্যারালিম্পিকে পদকপ্রাপ্ত সেমার ভবিষ্যতে আরও সাফল্য কামনা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।
শনিবার রাষ্ট্রপতি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "প্যারিস ২০২৪ প্যারালিম্পিকে পুরুষদের শট পুট ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য হোকাতো হোতোজে সেমাকে আন্তরিক অভিনন্দন। ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে যাওয়া হোকাতো তাঁর প্রথম প্যারালিম্পিকে একটি পদক জিতেছেন। ভবিষ্যতে তাঁর আরও সাফল্য কামনা করি।"
প্রসঙ্গত, একটা সময়ে ল্যান্ড মাইনে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর শরীর সেভাবে আর কাজ করত না। তবে হার না মেনে বিশ্বের মঞ্চে দেশের জন্য অন্য লড়াই শুরু করেন হোকাতো হোতোঝে সেমা। বয়সকে পিছনে ফেলে দেশের হয়ে পুরুষদের শট পুট চ৫৭ ইভেন্টে নামেন। আর সেখানেও সফল হন তিনি।"

ধ্বংসস্তূপ সরানো হয়েছে, যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত বদ্রীনাথ হাইওয়ে

চামোলি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অবশেষে স্বস্তি! ধ্বংসস্তুপ সরানো হয়েছে, এরপর শনিবার সকাল থেকেই যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বদ্রীনাথ হাইওয়ে। শনিবার সকালে চামোলি পুলিশ জানিয়েছে, পাগলনালা ও নন্দপ্রয়াগে ধ্বংসাবশেষের কারণে অবরুদ্ধ ছিল বদ্রীনাথ হাইওয়ে। ধ্বংসস্তুপ সরানোর পর যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।শনিবার সকাল থেকে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে বদ্রীনাথ হাইওয়েতে। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টির ফলে পাগলনালা ও নন্দপ্রয়াগে পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসে পাথর, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাস্তা। মেরামতের পর খুলে দেওয়া হয়েছে বদ্রীনাথ হাইওয়ে। এর ফলে স্বস্তি পেলেন আটকে পড়া বিপুল সংখ্যক মানুষ।

মুর্শিদাবাদে বেপরোয়া ডাম্পারের দৌরাত্ম্য ! চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু চাষির

মুর্শিদাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ধানের জমিতে কীটনাশক স্প্রে করতে যাওয়ার সময়ে ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক চাষির। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের শেরপুরের জীবন্তি রাজ্য সড়ক সংলগ্ন গঙ্গারামপুরের কাছে। মৃতের নাম বজলুর রহমান। তাঁর বাড়ি খড়গ্রাম থানার শঙ্করপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে বজলুর বাইকে চড়ে চাষের জমির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ডাম্পারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বাইকটির। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বজলুরের। পুলিশ ঘাতক ডাম্পারটিকে আটক করেছে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

PNIe-T No.:- 15/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25
Dated. 05 -09-2024.
The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
. DNIT No.: 60/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
. DNIT No.: 61/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
. DNIT No.: 62/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
. DNIF No.: 63/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
. DNIT No.: 64/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
. DNIT No.: 65/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
. DNIT No.: 66/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Period of downloading of biding documents from 06-09-2024 to 12-09-2024.
Deadline for online bidding :- 12-09-2024 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 12-09-2024 at: 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar
Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in
For and behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C-15.09/24

Executive Engineer
PWD (R&B), Dharpianagar Division
Dharmanagar,(N) Tripura

SHORT- NOTICE INVITING TENDER.
A sealed tender is hereby invited for hiring of 1(One) No. vehicle LMV (Maruti EEco) Commercial(CNG) from the interested registered car owner /Car provider/Agency for the O/o the Managing Director, Tripura Tea Development Corporation Ltd, within the ceiling limit of rates approved as per DFPRT-2019.(See Rule-9(3). The interested bidder shall quote rates for detention per day and rate per KM as per format. The date and time for dropping the tender has been fixed from 11.00 A.M to 04.00 P.M inall working days w.e.f. 07/09/2024 to 21/09/2024 in the tender box of Tripura Tea Development Corporation Ltd, and the tender will be opened on 21/09/2024 at 04.30 P.M if possible, for details terms and condition please visit the Tripura State portal/official portal of Govt. of Tripura www.tripura.gov.in or the notice board of Tripura Tea Development corporation Ltd. Old secretariat Complex,Agartala-
799001.WestTripura.
ICA/C-1500/24

Managing Director.
T.T.D.C Ltd.

PNie-T No- 04/EE/KCP/ 2024-25, dated, the, 05.09.2024
The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invites
tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 13.09.2024 for 3 (Three) Nos. work against
DNle-T No.- 13/SE(I)/KGT/ 2024-24, DNle-T No.- 14/ SE(I)/KGT/2024-24, DNle-T No.:-15/SE(I)/KGT/2024-24, For details visit https:// tripuratenders.gov.in for contact at Mobile
No-8974460076 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C-1519/24
Executive Engineer
Kanchanpur Division,/
PWD(R&B)
Kanchanpur, North Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-10/ EE/RD/TLM-DIV/2024-25, dt.05.09.2024.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage
rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00
P.M on 13/09/2024 for 02(two) Nos. Internal Electrification work. For details visit website-
https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will
be available in the website only.
ICA/C-1505/24
Sd/Illegible
(S. Executive Engineer
ic/cf 16 S R.D. Teliamura
Division Teliamura,
Khowai Tripura

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRANSPORT DEPARTMENT

INVITATION

Sir/Madam
I am privileged to invite you to witness the following colourful events of the Transport Department to be held on **08.09.2024** at **12.00 Noon** at **Swami Vivekananda Maidan, Agartala, Tripura West**:

- Distribution of **16 vehicles** for ensuring road safety in the State
- Release of booklet on Road accident data
- Release of booklet on common Traffic Rules/Guidelines
- Distribution of Helmets among the Journalists
- Inauguration of driving training programme for women at IDTR, Jirania (30 days duration).

Inaugurator & Chief Guest : Prof. (Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister, Government of Tripura
Special Guest : Shri Sushanta Chowdhury
Hon'ble Minister of Transport, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs & Tourism Department, Government of Tripura
Shri Dipak Majumder, MLA
Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation
Guest of Honour : Shri Amitabh Ranjan, IPS
Director General of Police, Tripura
Shri Anurag, IPS
Director General of Police (Intelligence), Tripura
President : Shri C.K. Jamatia, IAS
Secretary, Transport Department
Government of Tripura

You are cordially invited to grace the occasion and make it a grand success.

SAFE DRIVE SAVE LIFE
ICA/D-826/24

Subrata Choudhury
Transport Commissioner
Government of Tripura

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

জন্ম-রহস্য

ড. শ্রীকুমার দত্ত (গুয়াহাটি)

কাগজ মিলে সকাল নয়টার সাইরেনটা বেজে উঠেছে। অন্যদিনের মতোই রংমিস্ত্রি রামলালও কাজে যাবার জন্য মোটামুটি তৈরি। এমন সময় ঘরের দরজায় কে যেন কড়া নাড়লো। শহরতলীর এই এক কামরার ভাড়া-ঘরটাতে আত্মীয়স্বজনহীন, অকৃতদার রামলাল একাই থাকে।

"কে" ? - রামলাল জিজ্ঞাসা করলো।

ওপার থেকে জবাব এলো - "ভাইজান, আমি সুলেমান তোর গেরামের দোস্ত"।

"দাঁড়া, আসছি" - এই বলে রামলাল গিয়ে দরজা খুলেই একেবারে হতবাক। সামনে দাঁড়িয়ে তার সেই বাল্যবন্ধু সুলেমান, সঙ্গে বোরখা পড়া এক মহিলা। তার আশ্চর্য হওয়াটা বুঝতে পেরে পাশের মহিলাটিকে ইঙ্গিত করে সুলেমান বললো - "এ আয়েশা, তোর ভাবী"।

"আয়, আয় ভেতরে আয়" এই বলে রামলাল ওদেরকে ঘরে ডেকে এনে বসালো।

"ব্যাটা, শাদী করে ফেললি আমাকে দাওয়াতও দিলি না" - রামলাল বললো।

সুলেমান লজ্জিত হয়ে বললো - "ভাই, শরম দিস না। আসলে আমাদের দুই পরিবারই রাজী ছিল না। তাই আমরা লুকিয়ে নিকাহ করে পালিয়ে এসেছি তোর কাছে (যদিও সুলেমানদের অতীতটা কিন্তু ছিল অন্যরকম)। যদি দুটো দিন আশ্রয় দিস। একটা কাজ জোগাড় হলে আলাদা ঘর ভাড়া করে আমরা চলে যাবো"।

"আচ্ছা,আচ্ছা সে সব হয়ে যাবে। তোরা এখন খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম কর ।আর ভাবীজান, আমার গরীবখানায় একটু কষ্ট করে মানিয়ে নাও। রেশন-পানি সব আছে, নিজের ঘরের মতো বানিয়ে খেয়ো। আমার কাজে যাবার সময় হয়ে গেছে। রাতে এসে কথা হবে" - এই বলে রামলাল কাজে বেরিয়ে গেলো।

রামলাল ঘরে ফিরলে রাতের খাবার খেতে খেতে দুই বন্ধুতে অনেক গল্প-গুজব হলো। আয়েশার হাতের রান্না খেয়ে রামলাল তো প্রশংসায় পঞ্চমুখ, বললো - "বাঁচা গেলো আর আমাকে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে না"। খাওয়া শেষ হলে বন্ধু দম্পতিকে ঘরে শুতে দিয়ে নিজে বারান্দায় একটা খাটিয়াতে ঘুমোনোর ব্যবস্থা করে নিলো। সেই থেকে বারান্দাই হলো তার রাতে ঘুমোনোর জায়গা। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই সুলেমানের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা হলেও রামলাল ওদের অন্য কোথাও যেতে দিলো না। রামলাল বলে- "যদি হয় সুজন, তেঁতুলপাতায় নয়জন"। তিনজনে মিলে বেশ আনন্দেই জীবন যাপন করছিলো। কিন্তু বছর ঘুরলেও সুলেমানদের কোনো সন্তানাদি হলো না। ডাক্তার-বদ্যি করেও কোনো লাভ হলো না। এই দুঃখটা দুজনকেই কুঁড়ে-কুঁড়ে খাচ্ছিলো। সুলেমান জেনে গেছিলো সমস্যাটা তারই, তাই এ'নিয়ে কোনো আলোচনা করতো না। এরই মধ্যে একদিন সুলেমান কাজ থেকে অনেকটাই আগে ঘরে ফিরে এলো। এসেই আয়েশাকে ডেকে বললো যে আজকে এক পীরবাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি ওকে দেখেই নাকি বলে দিলেন তার সন্তানহীনতার দুঃখের কথা। তবে তিনি একটা তাবিজ আর এক শিশি জল মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন। আয়েশাকে তাবিজটা কাল গোসল করে পড়তে হবে আর জলটা তিন রাত শোবার আগে খেতে হবে। তবেই তাদের ঘরে সন্তান আসবে। ডাক্তার-বদ্যি তো অনেক হলো এবার টোটকা করেই দেখা যাক।

এরপর কিছুদিন কেটে গেলো। এমনি সময় একদিন দুপুরবেলা গৃহস্থালির কাজ-কর্ম সেরে খেয়ে দেয়ে আয়েশা একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলো। তখনি কে যেন দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিলো। উঠে গিয়ে দরজা খুলে অবাক - এই অসময়ে রামলাল ! "কি ব্যাপার , আজ এতো তাড়াতাড়ি যে" - আয়েশা প্রশ্ন করলো। রামলাল অসুস্থ গলায় বললো - "শরীর খুব খারাপ, মাথাটা ব্যাথায় ফেটে যাচ্ছে"। রামলালের চোখদুটো জবাফুলের মতো লাল আর ছলছল করছে ।আয়েশা বললো -"আসুন, আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন"। টলমল পায়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে রামলাল প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো। আয়েশা খপ করে তার হাতটা ধরে বাঁচালো। হাতটা ধরেই আঁৎকে উঠে বললো -"হায় আল্লাহ, আপনার তো শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে"। তারপর রামলালকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। এবার পাশে বসে একটা কাপড় ভিজিয়ে তার কপালে জলপটটি দিতে থাকলো। খানিক বাদে আয়েশা বললো - "শুয়ে থাকুন, আপনাকে আঁদা, গোলমরিচ দিয়ে লাল চা করে দিচ্ছি, খেলে মাথা ধরাটা কমে যাবে'। এই বলে যেই না আয়েশা উঠতে যাবে ওমনি রামলাল প্রলাপ বকার মতো বলে উঠলো - "না,না, কিচ্ছু লাগবেনা। তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না"। একই সঙ্গে আয়েশার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলো। আচমকা টানে অপ্রস্তুত আয়েশা হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার বুকের উপর। তার মাথা থেকে ওড়নাটা খসে পড়লো মেঝেতে। তার মুখ রামলালের মুখের সামনাসামনি। রামলালের চোখে এক অদ্ভুত চাউনি। আয়েশার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, হাত-পা কেমন অসার হয়ে এলো। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠলো কিন্তু মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না। ততক্ষণে সে রামলালের দুই বলিষ্ঠ বাহুপাশে আবদ্ধ।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে সকালবেলা রান্না করতে করতে হঠাৎ আয়েশা দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে বমি করতে লাগলো। সুলেমান তাড়াতাড়ি গ্লাসে জল নিয়ে গিয়ে বললো- "কি হলো, কি খেয়েছিলে,অম্বল হলো নাকি"? জল দিয়ে মুখ ধুতে ধুতে আয়েশা বললো - "আরে এ অম্বলের বমি নয়"।

আশ্চর্য হয়ে সুলেমান বললো - "তবে" ?

"তুমি একটা বোকা, কিচ্ছু জানোনা। তুমি আব্বা হতে চলেছো" -আয়েশা মুচকি হেসে বললো।

কথাটা শুনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে আয়েশাকে জড়িয়ে ধরে সুলেমান বললো - "হে আল্লাহ, তোমার লাখ লাখ শুক্রিয়া। আয়েশা, পীরবাবার তাবিজই কাজ করেছে"। আয়েশা নির্বাক।

যথাসময়ে আয়েশার কোল আলো করে জন্ম নিলো এক পুত্র সন্তান। সুলেমানেরই অনুরোধে রামলাল তার নাম রাখলো "সেলিম"।

সেলিম জন্ম তো নিলো ঠিকই কিন্তু রামলাল,সুলেমান,আয়েশা সবার কাছেই তার জন্মটা রহস্য হয়ে থেকে গেলো।

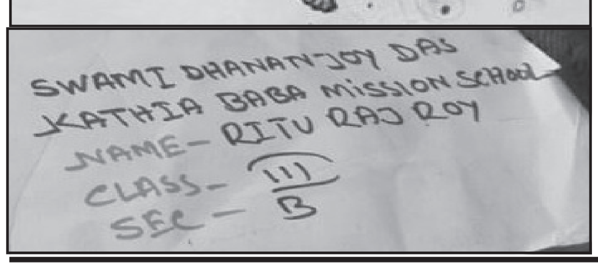

পুজোর আগে ত্বকের জেল্লা ফেরাতে কী কী করবেন ?

সামনেই পুজো। তাই এখন থেকে একটু একটু করে ত্বকের যত্ন নিতে শুরু করেছেন। দেখেশুনে দাম দিয়ে অনলাইনে কোরিয়ান প্রসাধনীও কিনেছেন। অফিস থেকে ফিরতে রাত হলেও ক্লান্ত শরীরে ধাপে ধাপে সেই সব প্রসাধনী যত্ন করে মাখছেন। সবই সুন্দর, দাগছোপহীন, জেল্লাদার ত্বক লাভের আশায়। এ দিকে কাপের পর কাপ কফি খেয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দিনই রাঁধতে ইচ্ছে করছে না বলে অনলাইনে খাবার অর্ডার করছেন। এতে যে ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে তা জানেন কি? রূপচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, নায়িকাদের মতো ত্বক পেতে হলে বাইরে থেকে যত্ন করলেই হবে না। সঙ্গে কিছু নিয়মও মেনে চলতে হবে।

ত্বক ভাল রাখতে কী কী করবেন?

১) ভাল ত্বকের গোপন রহস্য হল আর্দতা। ত্বকে আর্দতার অভাব হলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। অল্প বয়সে ত্বক বুড়িয়ে যেতে পারে। ত্বকে স্বাভাবিক ভাবে রক্ত চলাচল করলে ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। তাই ত্বক ভাল রাখতে হলে দিনে অন্তত পক্ষে ৮ গ্লাস জল খেতেই হবে। ২) ফল এবং সব্জি খেতে হবে বেশি করে। রংবেরঙের ফল এবং সব্জিগুলি ভিটামিন এবং খনিজে সমৃদ্ধ। এ ছাড়া ফল এবং সব্জির মধ্যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টও রয়েছে। যা ত্বককে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসজনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতেও সাহায্য করে।

৩) শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলেও ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে পড়তে পারে। তাই বলে চর্বিযুক্ত খাসির মাংস খেলে চলবে না। বদলে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, যেমন বিভিন্ন ধরনের বীজ, বাদাম খাওয়া যেতে পারে। ডালও প্রোটিনের উৎস।

ত্বক ভাল রাখতে কী কী করবেন না?

১) অতিরিক্ত চিনি বা কৃত্রিম মিষ্টি দেওয়া খাবার খাওয়া যাবে না। প্রক্রিয়াজাত খাবারের ক্ষেত্রেও এই বিধিনিষেধ রয়েছে। এই ধরনের খাবার খেলে ত্বকে ব্রণ, বলিরেখা কিংবা মেচেতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

২) অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় এবং ধূমপান করাও ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর। এই অভ্যাস ত্বককে অতিরিক্ত শুষ্ক করে দেয়। ফলে শরীরে জমা টক্সিন দূর করাও কঠিন হয়ে পড়ে। চোখের তলায় ফোলা ভাব, কালচে দাগছোপ পড়তে পারে।

৩) ঘন ঘন চা, কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকলে তা কমিয়ে ফেলতে হবে। অতিরিক্ত ক্যাফিন ত্বককে শুষ্ক করে তোলে। আর্দতা বজায় রাখতে হলে চা বা কফি কম খাওয়ার পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে জলও খেতে হবে।

কায়দা জানলে আপনাকেও শাহিদের মতো লম্বা দেখাবে

উচ্চতা কম বলে কারও কারও মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। উচ্চতায় লম্বা, এমন কোনও বন্ধুর সঙ্গে বেরোনোর আগেও দশ বার ভাবেন। তার উপর, অনেক তরুণীই আছেন, যাঁরা উচ্চতা বেশি এমন ছেলেদেরই সঙ্গী হিসাবে বেছে নিতে পছন্দ করেন। তাই উচ্চতায় খাটো বলে মনের মানুষের প্রত্যাখ্যান সইতে হয়েছে, এমন ঘটনার সংখ্যাও কম নয়।

হিল ছাড়া লম্বা দেখানো যায় না, এই ধারণা ভুল। অনেক ছেলেই আছেন, যাঁরা হিল জুতো পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, তাঁদেরও কিন্তু পোশাক নির্বাচনের সময়ে কিছু ফিকির মেনে চললে লম্বা দেখাবে!

জেনে নিন শাহরুখ খান, রাজকুমার রাও, শাহিদ কপূরের উচ্চতা খুব বেশি না হলেও কী ভাবে তাঁদের অন্যদের তুলনায় লম্বা দেখায়।

উল্লম্ব স্ট্রাইপযুক্ত পোশাক: শার্ট হোক কিংবা পাঞ্জাবি, টিশার্ট হোক কিংবা শর্ট কুর্তা, পোশাক নির্বাচনের সময়ে চেষ্টা করুন উল্লম্ব স্ট্রাইপযুক্ত জামা কেনার। এই প্রকার পোশাকেও লম্বা দেখায়।

একরঙা পোশাক: উচ্চতা বেশি দেখাতে চাইলে প্রিন্টেড শার্ট কিংবা টিশার্ট নয়, একরঙা পোশাক বেছে নিন। এ ক্ষেত্রে হালকা নয়, গাঢ় রঙের পোশাকের উপর বেশি ভরসা রাখুন।

হাই ওয়েস্ট জিন্স: আলমারিতে কিছু পরিবর্তন আনলেই কিন্তু আপনাকে লম্বা দেখাতে পারে। জিন্স তো সকলেরই প্রিয় পোশাক, তবে উচ্চতা নিয়ে চিন্তা থাকলে সাধারণ জিন্সের পরিবর্তে হাই ওয়েস্ট জিন্স পরুন। তাই আলমারিতে একটি নীল ও একটি কালো হাই ওয়েস্ট জিন্স থাকলেই যথেষ্ট। টি-শার্ট কিংবা শার্ট গুঁজে পরুন: রোজকার স্বাচ্ছন্দ্যের পোশাক বাছতে হলে তরুণদের প্রথম পছন্দ জিন্সের সঙ্গে শার্ট কিংবা টিশার্ট! একটু লম্বা দেখাতে চাইলে জিন্স কিংবা ট্রাউজার্সের ভিতর টিশার্ট বা শার্টটি গুঁজে পরুন। চুলের কারসাজি: চুলের ঘনত্ব বেশি হলে উঁচু স্পাইক করে চুল আঁচড়াতে পারেন। এতেও আপনাকে লম্বা দেখাবে। চুল পেতে আঁচড়ালে উচ্চতায় খাটো দেখায়। এ ছাড়া, টুপিও পরতে পারেন। টুপি পরলেও আপনাকে লম্বা দেখাবে।

বেকিং সোডায় দূরে পালাবে আরশোলা

রান্নাঘরের আলোটা ২ মিনিট বন্ধ করেছেন কি, হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে আসছে আরশোলা! গরম হোক বা বর্ষা। এমনকি শীতের দিনেও রেহাই নেই। হেঁশেল হোক বা স্নানঘর, ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসে আরশোলা। চারপাশে ঘুরঘুর করে, খাবার খেয়ে শুধু যে রোগ ছড়ায় তা নয়, আরশোলা নিয়ে অনেকের মনেই প্রবল ভীতি। যাকে বলা হয় "ফোবিয়া" বা অহেতুক ভয়।

আরশোলা তাড়ানো বা মারার জন্য বাজারচলতি নানা রকম স্প্রে, চক পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিশেষত রান্নাঘরে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন। তার উপর বাড়িতে যদি শিশু থাকে, সে হামাগুড়ি দিয়ে ঘরময় করে, তখন এই ধরনের স্প্রে প্রয়োগে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশঙ্কা থাকেই। তাই আরশোলা তাড়াতে বরং ঘরোয়া উপাদানেই ভরসা রাখতে পারেন।

বেকিং সোডা-বেসনে এক চিমটে বেকিং সোডা দিলে তা মুচমুচে হয়। কেক তৈরির সময়ও এটি ব্যবহার হয়। এই বেকিং সোডার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে আরশোলাও তাড়ানো যায়। দু"টি উপাদান সমপরিমাণে মিশিয়ে রান্নাঘরের আনাচকানাচে ছড়িয়ে দিলে বা ছোট ছোট পাত্রে রেখে দিলে আরশোলা পাততাড়ি গোটাবে।

বোরিক পাউডার

সাদা মিহি গুঁড়োটি সংক্রমণ ঠেকাতে, কেটেছড়ে গেলে ব্যবহার করা হয়। পোকামাকড় ঠেকাতেও এর ব্যবহার হয়। বোরিক পাউডার ও সমপরিমাণ চিনি ভাল করে মিশিয়ে হেঁশেল থেকে রান্নাঘরে ছড়িয়ে দিলে আরশোলার উপদ্রব থেকে মুক্তি মিলতে পারে।

তেজপাতা- রান্নাঘরের আনাচকানাচে তেজপাতা ছড়িয়ে রাখলেও, আরশোলার উপদ্রব থেকে মুক্তি মিলতে পারে। ব্যবহার করতে পারেন লবঙ্গও। এতে শুধু আরশোলা নয়, পিঁপড়েও দূরে থাকবে।

লেবু ও মিন্ট অয়েল-একটি বোতলে জলের সঙ্গে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে স্প্রে করতে পারেন ঘরের আনাচকানাচে। জলের সঙ্গে মিন্ট অয়েল মিশিয়ে নিলেও কাজ হবে। এই গন্ধ আরশোলা পছন্দ করে না। এ ছাড়া নিমপাতা জলে মিশিয়ে বোতলে ভরেও স্প্রে করতে পারেন। তবে রান্নাঘর থেকে স্নানঘর, ঘরের আনাচকানাচ পরিচ্ছন্ন রাখলে কিছুটা হলেও আরশোলার উপদ্রব কমানো সম্ভব।

কেবল লাড্ডু কিংবা মোদক নয়, গণেশের প্রিয় পদের তালিকায় রয়েছে আরও ৫ মিষ্টি

গণেশ চতুর্থী উৎসবটি পালন করা হয় দশ দিন ধরে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে দেশ জুড়ে পূজিত হলেও মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রে যেন "গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া"-র হুঙ্কার একটু বেশি। তবে পিছিয়ে নেই এ শহরও। বছর পাঁচেক ধরে এখন বাড়িতে তো বটেই, পাড়ার মোড়ে মোড়ে ছোট-বড় প্যান্ডেল করে সিদ্ধিদাতার পুজো করা হয়।

সেই পুজোর আয়োজনও হয় বিশাল। ভোগের থালায় থাকে রকমারি খাবার, গণেশের প্রিয় মোদক ও লাড্ডু। কিন্তু গণেশের ভোগ মানেই কিন্তু শুধু লাড্ডু ও মোদক নয়, সিদ্ধিদাতার পছন্দের খাবারে রয়েছে আরও রকমারি পদ। জেনে নিন, কী কী রয়েছে সেই তালিকায়।

বাসুন্দি: একটি পাত্রে দুধ জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। মিনিট ১৫ পর দুধের পরিমাণ অর্ধেকের থেকেও কমে এলে কেশর মেশানো দুধ দিয়ে আরও মিনিট পাঁচেক ধরে দুধ গাঢ় করে নিন। এ বার দুধের মধ্যে পরিমাণ মতো চিনি মিশিয়ে নাড়াচাড়া করুন। দুধ ঘন হয়ে এলে কনডেন্সড মিল্ক, এলাচ গুঁড়ো ও ঘিয়ে ভাজা কাজুবাদাম, পেস্তা মিশিয়ে দিন।

সিরা: কড়াইয়ে জল গরম করে ঘিয়ে ভাজা সুজি ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার সুজির সঙ্গে চিনি, কেশর ভেজানো সামান্য দুধ, ঘিয়ে ভেজে রাখা কাজুবাদাম ভাল করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে উপর থেকে আরও খানিকটা ঘি দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই তৈরি হয়ে যাবে সিরা।

নারকেলের বরফি: নারকেল যেমন অনেকের পছন্দ, তেমনই ভোজনরসিকদের আর এক ধরনের পছন্দের মিষ্টি হল বরফি। আর এই দু'য়ে মিলে গেলে তো আর কথাই নেই। তাজা নারকেল, চিনি আর এলাচের মনমাতানো স্বাদে ও গন্ধে তৈরি এই মিষ্টি বরফির আকারে বানাতে পারেন।

পুরান পোলি: কড়াইয়ে ঘি গরম করে তাতে ছোলার ডাল বাটা ভাল করে ভেজে নিয়ে একে একে মিশিয়ে নিন গুড়, এলাচ গুঁড়ো আর চিনি। মিশ্রণটি শুকনো হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে পুরটি ঠান্ডা করে নিন। এ বার ময়দা মেখে লেচি কেটে নিয়ে তাতে ভরে ফেলুন ডালের পুর। পরোটার আকারে বেলে ঘিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পুরান পোলি।

শ্রীখণ্ড: একটি পাত্রে জল ঝরানো টক দই নিয়ে তার সঙ্গে গুঁড়ো চিনি, কেশর ভেজানো জল, এলাচগুঁড়ো আর কাজুবাদাম কুচি খুব ভাল করে ফেটিয়ে নিন। প্রয়োজনে মিক্সির ব্যবহার করতে পারেন। ঠান্ডা করে গণেশের ভোগের তালায় পরিবেশন করতে পারেন শ্রীখণ্ড।

ভিটামিনের অভাব হলেও চুল পড়তে পারে

বর্ষাকালে এমনিতেই চুল পড়ে। সামনেই পুজো, তাই চুলে কেরাটিন বা স্মুদনিং করাবেন বলে মনস্থির করেছেন। কিন্তু রাসায়নিক দেওয়া সেই সব পদ্ধতির পার্শপ্রতিক্রিয়াও তো আছে। চুলের গোড়া দুর্বল হলে তার উপর এই সব ট্রিটমেন্ট করাও বেশ চিন্তার। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, চুল পড়ার জন্য শুধু এই ধরনের ট্রিটমেন্টকে দোষ দেওয়া যায় না। শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি হলেও কিন্তু চুলের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল কমে আসে। মাথার ত্বক এবং ফলিকলের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন এবং খনিজের প্রয়োজন রয়েছে। আবার, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হলেও চুলের গোড়া দুর্বল হয়ে পড়ে। চুলের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ছোট হয়ে আসে। যার ফলে চুল ঝরার পরিমাণ বেড়ে যায়। চুলের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে কোন ভিটামিন কী ভূমিকা পালন করে? ১) নতুন কোষ তৈরি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে ভিটামিন এ-এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চুল পেতে গেলে ভিটামিন এ রয়েছে এমন খাবার, যেমন গাজর, কমলালেবু, পেঁপে, মাছ, দুগ্ধজাত খাবার ডায়েটে রাখতে হবে।

২) ভিটামিন সি যেমন রোগ প্রতিরোধ শক্তি মজবুত করতে, ত্বক ভাল রাখতে সাহায্য করে, তেমন এর মধ্যে যে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট উপাদান রয়েছে, তা খাবার থেকে আয়রন শোষণ করতেও সাহায্য করে। এই আয়রন কিন্তু চুলের স্বাস্থ্যের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় একটি খনিজ। ৩) খাবার থেকে ক্যালশিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ করতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি। চুলের জন্য এই খনিজগুলি প্রয়োজনীয়। "ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ট্রিকোলজি"-তে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের মাথায় যে ধরনের টাক পড়ে, তার সঙ্গে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির যোগ রয়েছে। সামুদ্রিক মাছ, ডিম, মাশরুম, চিজ, কাঠবাদাম, সূর্যমুখী ফুলের বীজ, ডালের মধ্যে ভিটামিন এ রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে।

বৃষ্টিভেজা দিনে সন্ধ্যার মুখরোচক খাবার ভুট্টা

সিনেমা হলে পছন্দের সিনেমার দেখতে দেখতে পপকর্ন না খেলে কিন্তু বিষয়টা ঠিক জমে না। বাটার পপকর্ন, মশালা পপকর্ন, ক্যারামেল পপকর্ন আরও কত কী! মুখরোচক পপকর্ন পেলে আড্ডাও জমে যায় বেশ। ভাজাভুজির চাইতে ভুট্ট খাওয়া বেশ স্বাস্থ্যকর। ভুট্টা খেলে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেটও ভর্তি থাকে। তবে ভুট্টা খেতে রোজ তো সিনেমা হলে যাওয়া যায় না। বাড়িতে বা অফিসে বিকেল-সন্ধ্যায় অল্প খিদে পেলে, চায়ের সঙ্গে "টা" হিসাবে ভুট্টা খাওয়াই যায়। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভুট্টার পুষ্টিগুণ কম নয়। ফাইবার, ভিটামিন, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ এই খাবার হালকা খিদে পেলে খাওয়াই যায়। তবে ভুট্টা পোড়া কিংবা পপকর্ন ছাড়া ভুট্টা দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারেন আরও বেশ কিছু মুখরোচক পদ। রইল তেমনই কয়েকটি রেসিপির হদিস।

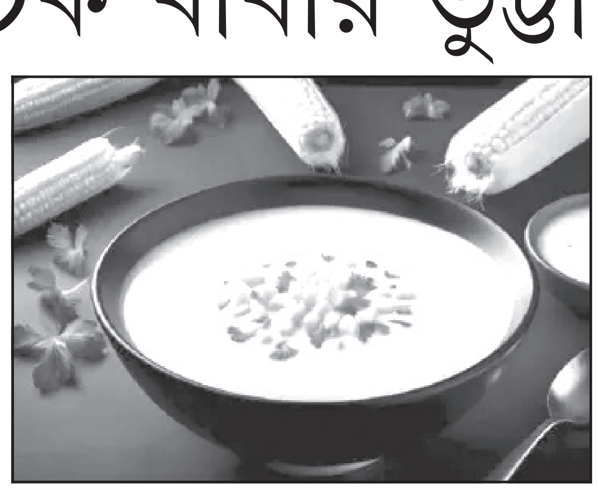

কর্ন চাট: একটি পাত্রে সুইট কর্ন নিয়ে তার সঙ্গে টোমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, চাটমশলা, বিট নুন, পুদিনা চাটনি, মিষ্টি চাটনি ও গ্রিক ইয়োগার্ট ভাল করে মিশিয়ে নিন। ভাল করে মিশে গেলে কাঁচালঙ্কা কুচি ও ধনেপাতা কুচি উপর থেকে ছড়িয়ে দিন। পরিবেশন করার আগে একটু পাতিলেবুর রস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

কর্ন স্যুপ: সামান্য নুন দেওয়া গরম জলে মুরগির মাংস সেদ্ধ করে নামিয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে এলে মাংসগুলি ছাড়িয়ে শ্রেড করে নিন। সসপ্যানে মাখন গরম করে রসুন কুচি দিন। সোনালি রং ধরতে শুরু করলে মাংসের টুকরোগুলি দিয়ে দিন। তাতে সুইট কর্ন ও স্টক ঢেলে দিন। স্টক ফুটতে শুরু করলে স্বাদ মতো নুন, চিলি ফ্লেক্স, ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর চিজ কুরিয়ে তাতে দিয়ে সামান্য ঘন করে নামিয়ে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন ক্রিমি চিকেন অ্যান্ড কর্ন স্যুপ।

তন্দুরি কর্ন: প্রথমে ভুট্টগুলি টুকরো করে কেটে নিয়ে কুকারে সেদ্ধ করে নিন। এ বার একটি পাত্রে জল ঝরানো দই, নুন, হলুদ গুঁড়ো, লাল লঙ্কাগুঁড়ো, কসৌরি মেথি, লেবুর রস, আদা রসুন বাটা, সর্ষের তেল নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ সেদ্ধ করে রাখা ভুট্টায় এই মশলা ভাল করে মাখিয়ে নিন। এ বার ভুট্টার টুকরোগুলি গ্যাসে সেঁকে নিন। উপর থেকে মাখন, লেবু আর চাটমশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন তন্দুরি ভুট্টা।

শেয়ার বাজার ভিত্তিক উদীয়মান বাজার রাষ্ট্র ভারত এখন চীনকে ছাড়িয়ে বৃহত্তম ওজনদার দেশ

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : চলতি সেপ্টেম্বরে এবং এযাবৎকালের মধ্যে প্রথমবারের মতো এমএসসিআই এর ইমার্জিং মার্কেট (ইএম) ইনভেস্টেবল মার্কেট ইনডেক্স (আইএমআই)-এ ভারত চীনকে ছাড়িয়ে বৃহত্তম ওজনদার দেশ হয়ে উঠেছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, ভারতীয় ইক্যুইটির সামগ্রিক সূচকে ২২.২৭% পয়েন্ট বা ওজন অর্জন করেছে এবং তা চীনকে ছাড়িয়ে গেছে, কারণ চীনের ইকুইটির সূচকের ওজন ২১.৫৮% এ নেমে গেছে। ভারতের ৫.০৩ ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারের তুলনায় চীনের বৃহত্তর বাজার মূলধন ৮.১৪ ট্রিলিয়ন ডলার হওয়ার পরও এই পরিবর্তনটি বিশেষ তাৎপর্য্য বয়ে আনছে।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের শীর্ষ ব্রোকারেজ মরগ্যান স্ট্যানলি ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল (এম এস সি আই) উদীয়মান বাজার (রাষ্ট্র) নিয়ে বিশ্লেষণ করে তেমনি, এসব দেশের বা বাজারের বিনিয়োগ যোগ্য বাজার সূচকগুলোর স্বাস্থ্য, গতিবিধি কেমন চলছে এনিয়েও তাদের গবেষনা ও আর্থিক বিশ্লেষণ এর কর্মকান্ড ব্যাপক। এদের বিশ্লেষণ প্রতিবেদনই ইনভেস্টেবল মার্কেট ইনডেক্স (আই এম আই) নামে খ্যাত।

মরগ্যান স্ট্যানলি এর আই এম আই বিশ্লেষণ অনুসারে, ২০২৪ এর মার্চ থেকে আগস্ট এর মধ্যে, বিনিয়োগযোগ্য বাজারে ভারতের ওজন ১৮% থেকে বেড়ে ২০% হয়েছে, তখনি চীনের ওই ওজন একই সময়ের মধ্যে ২৫.১% থেকে নেমে দাঁড়ায় ২৪.৫%।

মরগ্যান স্ট্যানলি লক্ষ্য করে যে, এই পরিবর্তনটি মূলত অর্জিত হয়েছে স্টক মার্কেটে স্মল-ক্যাপ স্টকগুলির মধ্য দিয়ে, আর এই স্মল-ক্যাপ স্টকগুলিতে ভারত অধিকতর শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছে।

বিপরীতে, এই সময়কালের মধ্যে আসা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং নিয়ন্ত্রক চাপের কারণে চীনা বাজারে শেয়ারের ওজন ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে চলেছে। গত দুই বছরে, সূচকে চীনের ওজন নাটকীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে, যেখানে ভারতীয় ইক্যুইটির প্রাধান্য বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বৃহত্তর উদীয়মান বাজার সূচকে ভারতের ওজন বাড়ছে।

সাম্প্রতিক অতীতে, ভারতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ভিত্তির পাশাপাশি ভারতীয় কর্পোরেটদের শক্তিশালী সফলতার দরুন ভারত অনেক উন্নত ইক্যুইটি বাজারের সমতুল পারফরম্যান্স করতে পেরেছে। উপরন্তু, ভারতীয় ইক্যুইটি বাজারে লাভ বিস্তৃত প্রেক্ষাপট ভিত্তিক হয়েছে, যা লার্জ ক্যাপের পাশাপাশি মিড-ক্যাপ এবং স্মল-ক্যাপ সূচকগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এই ইতিবাচক প্রবণতা অর্জন করার পেছনে অন্যতম কারণগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো, ২০২৪ সালের প্রথম দিকেই প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ৪৭% বৃদ্ধি পাওয়া, ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম হ্রাস এবং ভারতীয় ঋণ বাজারে বিদেশী পোর্টফোলিও বিনিয়োগ (এফপিআই)-এর উল্লেখযোগ্য লাভ।

এমএসসিআই আইএমআই এর বিশ্লেষণ ৩,৩৫১ টি স্টককে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এতে বড়, মাঝারি এবং ছোট ক্যাপ কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর বিশ্লেষণের মধ্যে আসছে ২৪ টি উদীয়মান বাজারের দেশ জুড়ে স্টক মার্কেটের /শেয়ার বাজারের শেয়ারের গতিবিধি - কোনটি, কখন, কেমন বিনিয়োগ আকর্ষণ করছে ইত্যাদি। এদের এই বিশ্লেষণের জন্য নজরে রাখা হয় ওই দেশগুলোর উন্মুক্ত বাজারের মূলধনী গতিশীলতার প্রায় ৮৫% ক্রিয়াকলাপ।

উদীয়মান আর্থিক বাজারের মধ্যে এই পুনর্বিন্যাস ভারতীয় সংস্থাগুলিতে বিদেশী মূলধন টেনে আনবে, এই জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে এমএসসিআই ইএম সূচকে ভারতের নতুন অবস্থান বড়রকমের বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহকে আকর্ষণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষত বিশ্বব্যাপী ফান্ডগুলো তাদের পোর্টফোলিওকে বিশ্ব বাজারের সূচকে ভারতের প্রায় ২% ওজনের জন্য সমতুল মনে করে। যদিও ভারতীয় ইক্যুইটির ক্রমবর্ধমান মূল্যায়ন একটি উদ্বেগের বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে, ব্রোকারেজ হাউসগুলি ভারতীয় বাজারে বর্তমান বুল রানকে (তুঙ্গে ওঠা প্রবাহকে) এখনও তার মধ্য পর্যায়ে রয়েছে বলে মনে করছে।

গ্লোবাল ব্রোকারেজ সংস্থা মরগ্যান স্ট্যানলি বলেছে, মৌলিক বিষয়গুলি অবশ্যই ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সেই পরিমাণে, বিনিয়োগযোগ্য বাজার হিসেবে ভারতের নতুন অবস্থান উদ্বেগের বিষয় নয়, বরঞ্চ ভারত ইএম পটভূমিতে শীর্ষ পছন্দ হিসেবে উঠে এসেছে এবং যদিও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দ্বিতীয় পছন্দ হিসাবে রয়ে গেছে। (সূত্র: সংবাদ সংস্থা/মর্গ্যান স্ট্যানলি প্রতিবেদন)

আর জি কর-কাণ্ডে দায় স্বীকার করে শিক্ষা নিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিশিষ্টদের

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর জি কর-কাণ্ডে "শিক্ষা নেন, এবং সব মেয়েকে, সব সময়ে, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দিতে দায়বদ্ধ হন"। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলা চিঠিতে এ কথা লিখলেন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মীরা।

চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, "আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যায় আমরা মর্মাহত। আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন এই ঘটনায় নিজেদের দায় স্বীকার করেন। আমরা মনে করি, সরকারকে এখনই এই সব পদক্ষেপ করতে হবে।"

এই সঙ্গে ১) মহিলা হেল্পলাইন (১৮১), ২) সব জেলায় 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার', ৩) প্রতিটি জেলায় স্থানীয় কমপ্লেন কমিটি (এলসিসি), ৪) কর্মক্ষেত্রে ইন্টার্নাল কমপ্লেন কমিটি (আইসিসি) তৈরি, ৫) সর্বত্র মেয়েদের জন্য যথেষ্ট, এবং ব্যবহারযোগ্য শৌচাগার,৬) সর্বত্র যথেষ্ট আলোকিত রাখা, ৭) লিঙ্গ সুমারি ও সুরক্ষা সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করা, ৭) পুলিশের কাছে প্রতিটি এলাকার 'সেফটি ম্যাপ' রাখা, ৮) বিভিন্ন এলাকা অবৈধ মদের দোকান থেকে মুক্ত রাখা, ৯) রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যদের পরিবর্তন, ১০) এখনও অবধি কেন্দ্রের নির্ভয়া তহবিল-এ পাওয়া টাকার খতিয়ান, ১১) অপরাজিতা বিল আইনে পরিণত হলে একটি দফতরকে 'নোডাল ডিপার্টমেন্ট' বলে ঘোষণা করা প্রভৃতি। প্রতিটি সম্পর্কে বোঝাতে কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে চিঠিতে।

চিঠিতে সই করেছেন লেখক এবং প্রশাসক অনিতা অগ্নিহোত্রী, মানসিক স্বাস্থ্য কর্মী পিয়া চক্রবর্তী, আইনজীবী এবং আন্দোলনকর্মী মধুপূর্ণা ঘোষ, নারীবাদী আন্দোলনকর্মী দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী ভট্টাচার্য্য 'সাউথ এশিয়ান উইমেন ইন মিডিয়া'-র ভারতের সভানেত্রী তথা সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য্য, লেখক ও গবেষক শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত প্রমুখ।

আর.জি. কর-কাণ্ডে শিল্পীদের অভিনব প্রতিবাদের ডাক

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আর.জি. কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ার অভিনব প্রতিবাদের ডাক দিলো 'আর্ট আড্ডা ও শিল্পী সমাজ'।

উদ্যোক্তাদের তরফে সামাজিক মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে, "আজ সম্ভবত আমরা এক যুগ সন্ধিক্ষণে এসে থমকে দাঁড়িয়েছি! এ"কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আর.জি. কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের নির্মম ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা কেউই মোটেও খুশি বা আশাবাদী নই। হত্যা, প্রতিহিংসা, ধর্ষণের মতো নারকীয় ঘটনাগুলো ক্রমশ সমাজের সব স্তরেই বেড়ে চলেছে। শিক্ষা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির করাল থাবা ক্রমশ প্রকট।

তাই, আমরা আমাদের নিজস্ব উপায়ে এই অশুভর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বলা বাহুল্য এটা হবে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক (দলীয় রাজনীতি বর্জিত) এবং শৈল্পিক প্রতিবাদ।

আমরা প্রত্যেকে ১২'শ্র১২' ইঞ্চির একটি আঁকা অফেরতযোগ্য ক্যানভাসে (ফ্রেম বা কাঠামো ছাড়া) আমাদের অনুভবকে প্রকাশ করব। যার চারপাশে এক ইঞ্চি রঙ করা মার্জিন থাকবে সেলাইয়ের জন্য। অর্থাৎ সবমিলিয়ে ক্যানভাসের মাপ গু ১৪'শ্র১৪' ইঞ্চি। আন্দোলনে এই ক্যানভাসগুলোই হবে আমাদের প্রাথমিক ব্যাক্তিগত অবদান।

ছবির পেছনে নিজের নাম আর ফোন নম্বর অবশ্যই লিখতে ভুল করবেন না। আর্কাইভিং-এর জন্য তা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সমস্ত ক্যানভাস সেলাই করে একত্রিত করে তৈরি হবে এক বা একাধিক (সংখ্যার নিরিখে) বড় সম্মিলিত কাজ।

আগামী ২১ সেপ্টেম্বর,২০২৪ প্রথমে এই সম্মিলিত কাজের একটা সৃজনশীল উপস্থাপনা দুই/তিন ঘন্টার জন্য কলেজ স্কোয়ারে রাখা হবে।

সে"খানে সমগ্র শিল্পী সমাজের পক্ষ থেকে নির্ধারিত কয়েকজন আমাদের প্রতিবাদ, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন।

এই প্রদর্শনী এবং সামগ্রিক উপস্থাপনার পরে এই সম্মিলিত ছবি/ছবিগুলো নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মতলা অবধি মিছিলে সব শিল্পীরা সবাই পা মেলাবেন। মিছিলের মূল উদ্দেশ্য হবে ছবির প্রতিবাদের ভাষা বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই এই মিছিলে মাইক্রোফোন অথবা স্লোগান মূলত বর্জন করা হবে।

জানিয়ে রাখা হচ্ছে - যদিও অনুষ্ঠানের পরে পরবর্তী কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্যে সম্মিলিত ছবি/ছবিগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বলা বাহুল্য, ছবি আন্দোলনে ব্যবহৃত হবে, সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো কারণে ছবির ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের দায় স্বীকার করা সম্ভব হবে না।

আমরা আপনাকে সহ বাংলার সমগ্র শিল্পী সমাজকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহন করতে। অংশগ্রহণ করুন এবং এটিকে আপনার নিজের এজেন্ডা হিসেবে গড়ে তুলুন।

ক্যানভাস জমা দেওয়ার বিভিন্ন স্থানের জন্য নিম্নলিখিত নম্বরগুলির মাধ্যমে যোগাযোগ করুন: দমদম - ৭০৪৪৩৯৫০১৬ শিয়ালদহ - ৮০১৭৬৬৫৭৪৭ শ্যামবাজার - ৮০১৭৬৬৫৭৪৭ (সকাল ন'টার মধ্যে) বালিগঞ্জ - ৯৪৩২৫৭৭০৩২ রাসবিহারী -৯৩৩০০৯৩০৭৫ গোলপার্ক - ৯৮৩১৪২১৪৪৬ বাগুইআটি - ৮৭৭৭৫৭৫০৫২ *বেলঘরিয়া -*৭০০৩৬২৪৮২৩ নেতাজীনগর - ৯৮৩৬১৮৭৫৮২ বেহালা - ৯৮৩০৫৫৭২৯২নাকতলা - ৭০৪৪০৯৯৪৮৪ছবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪আরও বিস্তারিত জানতে অথবা বিশেষ সহায়তায় আগ্রহী হলে নিচের ফোন নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করতে পারেন।আর্ট আড্ডা ও শিল্পী সমাজের পক্ষে ৯৮৩০১৯১৭১৯, ৮৬১৭৭১৯৭১২, ৭০৪৪৩৯৫০১৬"।

দেশজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালিত গণেশ চতুর্থী, শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমগ্র দেশে শনিবার উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী উৎসব। মহারাষ্টে শনিবার থেকেই শুরু হয়েছে গণেশ উৎসব। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, সমস্ত দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর হার্দিক শুভকামনা।ভগবান গণেশ সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। পারিবারিক পুজোর পাশাপাশি দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগেও হচ্ছে গণেশ আরাধনা। পুজো প্যান্ডেলগুলিকে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। ১০ দিন ব্যাপী এই উৎসবের শেষ দিনে গণেশ বিসর্জনও বেশ আকর্ষণীয়।

বৃষ্টিতে বিরাম নেই; দেশজুড়ে এখনই থামবে না বর্ষণ, সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সমগ্র দেশেই এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত চলছে, কোথাও ভারী আবার কোথাও অতিভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আগামী কিছু দিন ভারী বর্ষণের সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৮ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল, মধ্য মহারাষ্ট্র ও গোয়ায় বৃষ্টিপাত হবে। ৯ সেপ্টেম্বর কর্ণাটক উপকূল, কেরল, ওড়িশা, পূর্ব রাজস্থান, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, ঝাড়খণ্ড ও মেঘালয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে তেলেঙ্গানা এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতেও।আইএমডি জানিয়েছে, ৯ তারিখ মধ্য মহারাষ্ট্র, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। এরপর ১০ তারিখ তেলেঙ্গানা, অরুণাচল প্রদেশ, অসম ও মেঘালয়, ছত্তিশগড়, বীরভদ্র, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টি হবে। ১১ সেপ্টেম্বরও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি ছাড়াও ছত্তিশগড়, বীরভদ্র ও কেরলে বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। বৃষ্টি হবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ এবং পূর্ব মধ্যপ্রদেশে। পরের দিন ১২ তারিখও উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় ও অরুণাচলে ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

গুজরাট ও মহারাষ্টে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা আইএমডি-র, পূর্ব রাজস্থানেও বর্ষণের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাট ও মহারাষ্টে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বৃষ্টির দুর্যোগ চলবে পূর্ব রাজস্থানেও। আগামী দু"দিনের জন্য গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও পূর্ব রাজস্থানে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, কোঙ্কন ও গোয়ায় আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী দিন উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম এবং ওড়িশায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে। দেশের আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, উত্তরাখণ্ড, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানেও আগামী ২৪ ঘণ্টা ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। আগামী কিছু দিন বৃষ্টি হবে ছত্তিশগড়েও। দিল্লি-এনসিআর-এও বৃষ্টিপাত চলবে।

বাহরাইচে এখনও অধরা মানুষখেকো দুই নেকড়ে, ধরতেই পারছে না বন দফতর

বাহরাইচ, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মানুষখেকো দুই নেকড়েকে কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না। আতঙ্কে রীতিমতো ঘুম উড়েছে উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের বাসিন্দাদের। চারটে নেকড়ে ধরা পড়লেও এখনও দু'টি তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। ড্রোনে নজরদারি, টোপ সাজিয়েও বাগে আনা যায়নি। সেই দু'টি মানুষখেকো নেকড়েকে ধরতে হন্যে হয়ে খুঁজছে বন দফতর।বন দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'আমরা নেকড়েদের সন্ধান করছি। অনুসন্ধান অভিযানে ড্রোনও ব্যবহার করা হচ্ছে।' মূলত ৬টি নেকড়েই প্রথম থেকে নরহত্যা করছে। তাদের মধ্যে চারটি ধরা পড়েছে। বাকি দু'টি এখনও অধরা।

মহিষাদলে বিশাল নদী ভাঙন; এলাকায় উত্তেজনা, রাতেই শুরু কাজ

মহিষাদল, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে নদী ভাঙনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। শুক্রবার রাতে মহিষাদল ব্লকের অমৃতবেড়িয়া গ্রামে রূপনারায়ণ নদী বাঁধের ভাঙন দেখা দেয়। জানা গিয়েছে, অমৃতবেড়িয়ার জামাইপাড়ার কাছে রূপনারায়ণের বাঁধের প্রায় ১৫০ মিটার অংশ ধসে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই ভাঙনের জেরে এলাকার কংক্রিটের রাস্তা সম্পূর্ণ বসে গিয়েছে। রাতেই নদী বাঁধ রক্ষার কাজ শুরু হয়।

হোর্ডিংয়ে নেপালি ভাষা, দার্জিলিং পৌরসভার ঘোষণায় খুশি স্থানীয় জনতা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): স্থানীয় ভাষার আবেগকে মান্যতা দিয়ে ভাষার ব্যাপারে নতুন নির্দেশ জারি করেছে দার্জিলিং পৌরসভা। ওই নির্দেশে জানানো হয়েছে, পৌরসভার এক্তিয়ারের মধ্যে থাকা সমস্ত হোর্ডিং নেপালি ভাষায় দেখাতে হবে। হোর্ডিং অন্য ভাষায় থাকলেও নেপালি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ঘোষণায় খুশি স্থানীয় আমজনতা। একটি বেসরকারী কলেজের সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক রোশান তামাং শনিবার বলেছেন, "এই নির্দেশ একটি বৃহত্তর কৌশলের অংশ হিসাবে দেখা যেতে পারে। এটি কার্যকর করার মাধ্যমে পৌরসভা সাংস্কৃতিক সংযোগ জোরদার এবং দৈনন্দিন কাজে ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারবে। নির্দেশনাটি এই অঞ্চলের চলমান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গতিশীলতাকেও প্রতিফলিত করে। এই নীতি জিটিএ এবং স্থানীয় নেতাদের দার্জিলিং পাহাড়ের অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং সংরক্ষণে সহায়ক হবে"।

দার্জিলিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্রাভেল এজেন্ট এর সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ লামা বলেছেন যে এটি পর্যটকদের অসুবিধায় ফেলবে না। কারণ হিন্দি এবং নেপালি উভয়ই দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করে, যা সহজেই পড়া যায়।

অতি সম্প্রতি ভানু ভবনে "ভাষা দিবস"-এর সময় গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) প্রধান অনিত থাপা যে ঘোষণা করেন, সেটির অনুসরণেই হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। তিনি জিটিএ এলাকার মধ্যে নেপালি সাইন বোর্ডের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন লঙ্ঘনকারীরট্রেড লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। এর পর দার্জিলিং পৌরসভা এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে।

দার্জিলিং পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র ঠাকুরি জানিয়েছেন যে কাউন্সিলর বোর্ডের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে তিনি জানান, যাঁরা আইন মানবেন না, তাঁদের জরিমানা হবে।

ফের নিম্নচাপের ভ্রূকুটি! দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, মৎস্যজীবীদের জন্যও সতর্কতা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে আবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণ হতে পারে। উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবারই মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। সেটি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে ৯ সেপ্টেম্বর গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বাড়বে বৃষ্টি। ৯ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া-সহ দক্ষিণের সব জেলায়। পরের দিন দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, হাওড়াতে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও বৃষ্টি হতে পারে। ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রামের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা উপকূলের কাছে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিমি। ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পাশাপশি ৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মৎস্যজীবীদের সমুদ্র থেকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে লাইনচ্যুত ইন্দোর-জব্বলপুর ওভারনাইট এক্সপ্রেস, হতাহতের খবর নেই

জব্বলপুর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে লাইনচ্যুত হয়ে গেল ইন্দোর-জব্বলপুর ওভারনাইট এক্সপ্রেস। এক্সপ্রেস ট্রেনের দু"টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। শনিবার সকাল ৫.৫০ মিনিট নাগাদ লাইনচ্যুত হয়ে যায় ইন্দোর-জব্বলপুর ওভারনাইট এক্সপ্রেস।পশ্চিম মধ্য রেলের সিপিআরও হরশীত শ্রীবাস্তব বলেছেন, ট্রেনটি ইন্দোর থেকে আসছিল। জব্বলপুর স্টেশনের ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে, ধীর গতিতে যাচ্ছিল ট্রেনটি। সেই সময় ট্রেনের দু"টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন। সকাল ৫.৫০ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে ট্রেনটি বেলাইন হয়ে যায়।

প্যারিসে সফল সেমাকে অভিনন্দন নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্যারিস প্যারালিম্পিক ২০২৪-এর মঞ্চে এবার ভারতকে গর্বিত করলেন দেশের এক সৈনিক। হোকাতো হোতোঝে সেমা। তাঁকে শনিবার অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আমাদের জাতির জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত যেহেতু হোকাতো হোতোঝে সেমা পুরুষদের শটপুট এফ৫৭-এ ব্রোঞ্জ পদক এনেছেন! তাঁর অবিশ্বাস্য শক্তি এবং সংকল্প ব্যতিক্রমী। তাঁকে অভিনন্দন। তাঁকে আগামী প্রচেষ্টার জন্য শুভ কামনা।"

গণেশ চতুর্থীতে আনন্দে মাতোয়ারা মুম্বই, উৎসবে সামিল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গণেশ চতুর্থীতে উৎসব-আনন্দে মাতোয়ারা মুম্বই। মানুষের মুখে মুখে মুখরিত হচ্ছে গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া। মুম্বই তথা মহারাষ্ট্রে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে ১০-দিন ব্যাপী গণপতি উৎসব। এদিন উৎসবে সামিল হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে গণপতি বাপ্পার আরাধনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই... মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে... যুব সমাজ আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে...নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।'মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, তাঁর স্ত্রী রশ্মি ঠাকরে এবং তাঁদের ছেলে আদিত্য ঠাকরে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে গণেশের কাছে প্রার্থনা করেছেন। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ বলেছেন, 'এটি আমাদের সকলের জন্য আনন্দের একটি মুহূর্ত। মহারাষ্ট্রে এবং সারা দেশের মানুষ খুবই উচ্ছ্বসিত।' দেবেন্দ্র ফড়নবিশের স্ত্রী অমৃতা ফড়নবিশ বলেছেন, 'আমি খুব খুশি, সর্বত্রই আনন্দ...আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাষ্ট্রে যেন সুখ ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জ দূর হয়।'

"সকলকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন", গণেশ চতুর্থীতে প্রার্থনা রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "গণেশ চতুর্থীর এই শুভ উপলক্ষ্যে, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সকলকে দুর্যোগ থেকে রক্ষা করুন এবং সমৃদ্ধি ছড়িয়ে দিন। গণপতি বাপ্পা মোর‍্যা!" গণেশ চতুর্থীতে এই প্রার্থনা করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

শনিবার রাষ্ট্রপতি এক্স হ্যান্ডলে

সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মেতেছে সমগ্র দেশ, মুম্বইয়ে গণেশ চতুর্থীতে পূজাপাঠ ভক্তদের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শারদোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়তে আরও কিছু দিন বাকি। তার আগে শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের কামনায় 'গণপতি বাপ্পা'র পুজোয় মাতল গোটা দেশ। মুম্বই থেকে কলকাতা, দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু - সর্বত্রই গণেশ আরাধনায় মেতেছেন দেশবাসী। মহা ধুমধাম করে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রজুড়ে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। গণেশ আরাধনায় ব্রত হয়েছে আহমেদাবাদ, কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত।থিমের গণেশ মূর্তি, বিশালকার মণ্ডপ, বাহারি আলোকসজ্জা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। লাড্ডু প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে গণপতিকে। হিন্দুশাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সর্বাগ্রে পূজিত হন গণেশ। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, সমস্যা, দূর করতে সিদ্ধিদাতার পুজো করে থাকেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। "গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া" এই শব্দবন্ধই ধ্বনিত হচ্ছে দেশজুড়ে।

৮-১৪ সেপ্টেম্বর মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর, তারপরই ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের আবহাওয়া বদলে যাবে জম্মু ও কাশ্মীরে, ৮ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, এই সময়কালে মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এই সময়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে, ১৫ তারিখের পর আবারও বৃষ্টি হবে ভূস্বর্গে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৮-১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। ১৫ তারিখের পর জম্মুর বেশিরভাগ এবং কাশ্মীরের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি প্রত্যাশিত।

জল আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিচার দাবি বাংলাদেশের বিশিষ্টজনের

ফেনী (বাংলাদেশ), ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নদীর বাঁধ কেটে ফেণি সহ দেশের ১১টি জেলাকে বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জল আগ্রাসনের দায়ে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন বাংলাদেশের বিশিষ্টজনেরা।

শুক্রবার ফেণিতে 'স্ট্রাইক ফর ওয়াটার জাস্টিস' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা তাঁরা এ দাবি জানান। ফেণির শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছে ফেণির নাগরিক প্ল্যাটফর্ম 'আমরা ফেনীবাসী'। দেশের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, ছাত্র-জনতা সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

কর্মসূচিতে পৌরোহিত্য করেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার। কর্মসূচি থেকে '১১ দফা ফেনী ঘোষণা' তুলে ধরেন দৈনিক ফেনীর সময় সম্পাদক ও সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) ফেনী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক শাহাদাত হোসাইন।

আয়োজক 'আমরা ফেনীবাসী'র অন্যতম উদ্যোক্তা বুরহান উদ্দিন ফয়সলের সঞ্চালনায় স্ট্রাইক কর্মসূচিতে বক্তব্য পেশ করেন নদী ও জল বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ এজাজ, বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্ম-সম্পাদক মিহির বিশ্বাস, বাপা-র যুগ্ম-সম্পাদক হুমায়ুন কবির সুমন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) প্রাক্তন সভাপতি এম আব্দুল্লাহ, নারী নেত্রী নুর তানজিলা রহমান, ফেনী প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি আব্দুর রহিম, দৈনিক ফেনীর সম্পাদক আরিফ রিজভি, ফেনী জেলা আইনজীবী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক এমদাদ হোসাইন, কবি ও সমাজকর্মী ফজলুল হক, সমাজকর্মী আমের মক্কি, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-এর ফেনী জেলার সমন্বয়ক আব্দুল আজিজ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

৭০৪৪.৪১ লাখ টাকা মিলেছে

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রক কর্তৃক ”প্রসাদ” প্রকল্পের মাধ্যমে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির চত্তরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

তাঁর দাবি, নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কমলপুর মহকুমার অর্নগত সুরমা ছড়া ওয়াটার ফলস পর্যটন কেন্দ্রের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এছাড়াও দক্ষিন ত্রিপুরার আভাংছড়াস্থিত শহিদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান (জোলাইবাড়ি), চোত্তাখলাস্থিত ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান এবং বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়নের কাজ চলছে এবং আগামী ২ মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী পর্যটন।

তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো বিকাশের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ছবিমুড়া, কৈলাসহরে সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির এবং কসবা কালী মন্দির চত্তরের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ছবিমুড়া এবং কৈলাসহরের সোনামুখী এলাকায় কাজ শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত পর্যটনস্থল গুলির উন্নয়নের জন্য ১৭৯ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, পর্যটনের প্রচার ও প্রসারের কাজটিও চলছে সমানতালে। কলকাতা, দিল্লী, পুণে অযোধ্যা ও আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত পর্যটন মেলায় অংশ গ্রহন ছাড়াও রাজ্যের প্রধান প্রধান মেলা ও উৎসবগুলিতে পর্যটন সম্ভারগুলিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। শ্রীচৌধুরী বলেন, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে পুস্পবন্ত প্রাসাদ ও দরবার হলকে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম ও কালচারাল সেন্টারে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি জানান, নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিম প্রকল্পে উদয়পুরের অমরসাগরের উন্নয়নের জন্য ৪০ কোটি এবং উদয়পুর ও ছবিমুড়ায় ১৫ টি মনুমেন্ট-এর উন্নতির জন্য ২৫ কোটি টাকার একটি প্রস্তাব ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। খুব সহসাই অনুমোদন মিলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, স্পেশাল এসিস্ট্যান্ট টু স্টেটস ফর কেপিটেল ইনভেস্টমেন্ট প্রকল্পে মাধ্যমে মহাদেব দীঘি ও ব্রহ্মকুন্ড পর্যটন কেন্দ্রের উন্নয়নের জন্য উদ্যাগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে মহাদেব দীঘির উন্নয়নের জন্য ৬ কোটি টাকা এবং ব্রম্ভকুন্ডের উন্নয়নের জন্য ২ কোটি পাওয়া গেছে। মহাদেব দীঘির উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত এজেন্সিকে প্রথম পর্যায়ে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

শ্রীচৌধুরী বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে হোম স্টে চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই নারকেলকুঞ্জের পার্শবর্তী এলাকায় প্রায় ১১ টি ”হোম স্টে” এবং জম্পুই হিলে ০৪ টি ”হোম স্টে” চালু করার পর্যটন দপ্তর উদ্যোগ নিয়েছে।স্বদেশ দর্শন ২.০ প্রকল্পে উনকোটি এবং আগরতলা ডেস্টিনেশন গুলিকে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সার্ভের কাজ চলছে। ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রনালয় থেকে এই দুটি ডেস্টিনেশনের জন্য প্রায় ১৪০.০০ কোটি টাকা পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

ডোনার মন্ত্রকের অধীন প্রকল্পে নারকেলকুঞ্জের আশে-পাশে আরও ৪ টি আইল্যান্ডকে পর্যটকদের জন্য সাজিয়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। আইল্যান্ড গুলি হল যথাক্রমে চিত্ত পাড়া, অমূল্যসাধন পাড়া ও টুইন আইল্যান্ড।জিরানীয়া মহকুমা এর অর্নগত শচীন্দ নগর কলোনিতে চা বাগানকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা হেরিটেজ তৈরী করার লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যাগ নেওয়া হয়েছে।তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিম লিমিটেড ও এনএইচএলএমএল-এর মধ্যে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেগুলি হল, উদয়পুর রেলস্টশন থেকে মাতাবাড়ি, মহারানি থেকে ছবিমুড়া, সুরমাছড়া এবং জম্পুই হিল।তাঁর কথায়, গত তিনটি অর্থ বছরে রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৬২১৮.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার থেকে ৫৮৬৯.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। গত তিনটি অর্থ বছরে রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৭০৪৪.৪১ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হরিপালে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার পুলিশের, হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): “যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” হরিপালে একটি নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। শনিবার রাজ্য পুলিশ এক্সবার্তায় লিখেছে, “গতকাল সন্ধ্যায় হরিপালে একটি নাবালিকা মেয়ের উপর কথিত যৌন নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে মেডিকো লিগ্যাল মতামতসহ এখন পর্যন্ত তদন্তে জানা গেছে, এই পর্যায়ে কোনো সন্দেহভাজন নেই। মেয়ে শিশু এবং তার পরিবারের গোপনীয়তাকে সম্মান করার অনুরোধ। যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তদন্ত চলছে।”

পুলিশের দাবি, অভিযোগে অনেক অসঙ্গতি পাচ্ছেন তাঁরা। হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্টেও ধর্ষণের প্রমাণ মেলেনি।

ঘাটাল হাসপাতালে যন্ত্রের উদ্বোধন নিয়ে দেব-কুণাল পত্র-দ্বৈরথ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শনিবার দিনের প্রথমার্দ্ধেই দলের অভিনেতা-সাংসদ দেবকে সামাজিক মাধ্যমে একহাত নিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের অভিযোগ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরঘাটাল হাসপাতালে চিকিৎসার যন্ত্রের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করা প্রকল্পের ফের উদ্বোধন করেছেন দেব।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এক্স বার্তায় তার জবাব দিয়েছেন অভিনেতা। লিখেছেন “তথ্য যাচাই না করে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য না করাই ভালো।” হাত গুটিয়ে নেই কুণালও। জবাব দিয়েছেন ১২ মিনিটের মাথায়।দেব লিখেছেন, “নমস্কার কুণাল দা,আমি দিদিকে অনুরোধ করেছিলাম ঘাটাল হাসপাতালে ডায়ালিসিস এবং সিটি স্ক্যান মেশিনের জন্য, সেটা দিদি মার্চ মাসে ভার্চুয়ালি ঘোষণা করেন।এক সপ্তাহ আগে মেশিনগুলো আসে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি এই মেশিনগুলো উদ্বোধন করি যাতে সাধারণ মানুষ ঘাটাল হাসপাতালের এই ডায়ালিসিস পরিষেবার ব্যাপারে জানতে পারে।আমার মনে হয় এর ফলে কোনো মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, সুপারস্টার বা মুখপাত্র নয়, সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। ধন্যবাদ তোমাকে, তোমার মাধ্যমে এই পরিষেবার কথা আরও অনেকের কাছে পৌঁছে গেল।

শেষে একটাই কথা বলব, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে তথ্য যাচাই না করে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য না করাই ভালো। আরেকবার সকলকে জানিয়ে রাখি, ঘাটাল সুপারস্পেশিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস এর পরিষেবা আরম্ভ হয়ে গেছে, এখন আর আপনাদের কোনো বেসরকারি হাসপাতাল বা কলকাতার কোনও হাসপাতালে ছুটে যেতে হবেনা এবং সিটি স্ক্যান এর পরিষেবা এই মাসের শেষ থেকেই কার্যকরী হয়ে যাবে।সবার মঙ্গল হোক!”

জুনিয়র চিকিৎসকদের নয়া কর্মসূচী ঘোষণা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এক মাস হতে চলল আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর। ওই ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়র ডাক্তারদের যে কর্মবিরতি চলছে, তা প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন মহলের চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবারও অনেকটা অনমনীয় মনোভাবে অটল প্রতিবাদী চিকিৎসকরা।জুনিয়র চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রবিবার সকাল ১০টা ‘অভয়া ক্লিনিক’ করবেন তাঁরা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নিখরচায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হবে। এর পর বিকেল ৫টায় মানবন্ধন করবেন তাঁরা। জাতীয় সঙ্গীতের সুরে সুরে সুবিচারের দাবি জানাবেন মিছিলকারীরা। মধ্যরাতে ফের সকলকে পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

বলে রাখা ভালো, ওইদিন ফের ‘রাত দখলে’র ডাক দিয়েছেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী রিমঝিম ও তাঁর বন্ধুরাও। এর আগে গত ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ‘রাত দখলে’র ডাক দিয়েছিলেন তিনিই। মূল ঘটনার ৩০ দিনের মাথায়, অর্থাৎ সোমবার সুবিচারের দাবিতে প্রতিবাদী মিছিলকারীরা পথে নেমে প্রশ্ন তুলবেন, “আর কবে?” ওই দিনই ‘জনতার মতামত, রাজপথে আদালত’ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকেরা।

বয়ান বদলাতে মন্ত্রণা দিচ্ছে পুলিশ”, হরিপাল-কাণ্ডে অভিযোগ সিপিএমের

হুগলি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): “পুলিশ নির্যাতিতা মেয়েটিকে বিভিন্ন ভাবে মন্ত্রণা দিচ্ছে যাতে সে বয়ান বদলায়।” সিপিএম নেতা ঐকতান দাশগুপ্ত শনিবার হরিপাল থানা এলাকায় উদ্ধার হওয়া সংজ্ঞাহীন নাবালিকা প্রসঙ্গে এই অভিযোগ করেন।

শুক্রবার রাত দশটা নাগাদ হরিপাল থানার কাছে মহাদেব কোল্ড স্টোরেজের উল্টোদিকে ওই নাবালিকাকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে থানার অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। মেয়েটিকে উদ্ধার করে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে চিকিৎসায় জ্ঞান ফেরার পর ওই ছাত্রী জানায়, স্কুল শেষে সিঙ্গুরে স্যারের বাড়িতে টিউশনে গিয়েছিল। বাড়ি ফেরার সময় চারজন দুষ্কৃতী তাকে জোর করে একটি সাদা চারচাকা গাড়িতে তোলে। কাউকে বললে তার মায়ের ক্ষতি করে দেবে বলে হুমকি দেয়।ঐকতান দাশগুপ্ত বলেন, “কিশোরীকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার নিম্নাঙ্গে বস্ত্র ছিল না। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রথমে থানায় এবং পরে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যত রাত বাড়তে শুরু করল, পুলিশ সুপার (হুগলি গ্রামীণ) থেকে শুরু করে ডিএসপি, পুলিশের বড় বড় কর্তারা হাসপাতালে পৌঁছন।

ক্যামেরা চালু

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে। এটি একটি কেন্দ্রীভূত ট্র্যাফিক লঙ্ঘন সনাক্তকরণ সিস্টেম যা সরাসরি ট্র্যাফিক লঙ্ঘনকারীদের পরিচালনা করে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আইসিসিসি-এর অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে পরিবর্তনশীল বার্তা প্রদর্শন বোর্ড, একটি পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, জরুরি কল বক্স এবং একটি পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা।প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সময় বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণের জন্যও সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ বিভাগ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের সাহায্যে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলা এবং বিপুল সংখ্যক চুরির মামলা সফলভাবে সমাধান করেছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

করলেও এবিভিপি এর ছাত্ররা তাতে রাজি হয়নি বরং তাকে আরো মারধর করা হয়।পরবর্তী সময়ে বিকেল চারটায় বিশালগড় থানার পুলিশ দুর্জয়কে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শেষে বিশালগড় থানার একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন নির্দেশে ত্রিপুরা প্রদেশ এন এস ইউ আই এর পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা আমির হোসেন বিশালগড় মহকুমা এনএসইউআই ইউনিটের ছাত্র নেতৃত্বদের নিয়ে দুর্জয় চৌধুরীর বাড়িতে যায়।

শনিবার বিশালগড় মন্ডলের উদ্যোগে গণেশ পূজায় মন্ত্রী সুধাংশু দাস, ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং বিধায়ক কিশোর বর্মণ উপস্থিত ছিলেন।

শিশুকে ধর্ষণে অভিযুক্তকে রাতে এলাকার জঙ্গল থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ

পূর্ব বর্ধমান, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাটোয়ায়সাড়ে চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযুক্তকে এলাকার জঙ্গল থেকে শুক্রবার গভীর রাতে গ্রেফতার করল পুলিশ।পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম চরণ মাঝি (৪২) ওরফে সেমন্ত। বিকে হাট অঞ্চলে সে শুক্রবার অপকর্ম ঘটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ১৪ ঘন্টার মধ্যেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল অভিযুক্ত। উচ্চতা মেরেকেটে চার ফুট দুই ইঞ্চি। খর্বকায়, গাট্টাগোট্টা চেহারা নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। ঝোপঝাড়ের নড়াচড়া ড্রোন ক্যামেরায় লক্ষ্য রেখে চলছিল পুলিশ। তাদের হাতে ছিল ড্রাগন লাইট। আর তাতেই কাজ হাসিল করে ফেলল পুলিশ।

পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাহুল পাণ্ডে বলেন, ” অভিযোগ আসার পরেই অভিযুক্তকে ধরার জন্য পুলিশবাহিনী তল্লাশি শুরু করেছিল। আশপাশের থানাগুলিতেও অভিযুক্তের বিবরণ জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মিলে শতাধিক কর্মী অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি শুরু করেছিল। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছি।”

গোসাবায় নদী বাঁধে ধস, এলাকায় আতঙ্ক

গোসাবা, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আচমকা নদী বাঁধে ধস নামায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোসাবার পাখিরালায় গ্রামে। রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাখিরালয় গ্রামে শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ গোমর নদীর বাঁধে প্রথমবার ধস নামে। সাথে সাথেই গ্রামের মানুষজন সেই বাঁধ মেরামতিতে হাত লাগান। খবর পেয়ে সেচ দফতরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে এসে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেন।শুক্রবার রাত তিনটে পর্যন্ত নদীবাঁধ মেরামতি করে গ্রামে জল ঢোকার পথ বন্ধ করেন তাঁরা। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যে পুনরায় সেখান থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট এলাকা জুড়ে পুনরায় ধস নামে। শনিবার সকালে ফের সেচ দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন এবং বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেন। গ্রামে জল ঢোকা বন্ধ করতে ধসের পিছনেই রিং বাঁধ নির্মাণের কাজ ও শুরু হয়েছে। রিং বাঁধের ফলে তিনটি বাড়ি সেই বাঁধের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি বারে বারে এই এলাকায় বাঁধ ভাঙছে। কিন্তু প্রশাসন সে বিষয়ে কোন উদ্যোগই নিচ্ছে না কংক্রিটের বাঁধ তৈরির। স্থানীয় বাসিন্দা মনোহর বাছার, বিশাখা সর্দাররা বলেন, “ বারে বারে বাঁধ ভাঙছে। কিন্তু প্রশাসন কিছুই করছে না। মাটির বাঁধ এই এলাকায় টিকবে না। শক্তপোক্ত কংক্রিটের বাঁধ চাই। কিন্তু সেই বাঁধ নির্মাণের কোন উদ্যোগই দেখছি না। বারে বারে আমাদের জমি জায়গা, ঘর সবই একের পর এক নদীগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে।” স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধক্ষ্য অনিমেষ মণ্ডল বলেন, “ সুন্দরবনের এই জলপথকে আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে ব্যবহার করছে কেন্দ্র সরকার। অথচ এই এলাকার বাঁধ মেরামতির জন্য কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। জাতীয় সড়ক যদি কেন্দ্র মেরামত করে তাহলে এই আন্তর্জাতিক জলপথ কেন মেরামত করবে না? এদিকে ১০০ দিনের টাকাও দিচ্ছে না। তাহলে কিভাবে এই বাঁধ কংক্রিটের বাঁধ হবে?”

গোসাবার বিডিও বিশ্বরূপ বিশ্বাস বলেন, “ শুক্রবার রাতে বাঁধে ধস নেমেছিল। সাথে সাথে মেরামতি করা হয়। কিন্তু রাতের দিকে আবারও একবার ধস নামে। তবে গ্রামে কোনভাবেই জল ঢোকেনি। সেচ দফতরের কর্মীরা দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ করেছেন। আপাতত বিপর্যয় সামলে দেওয়া গেছে।

ভাসল রাজ্য

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি খয়েরপুর মন্ডলের উদ্যোগে খয়েরপুরে সিদ্ধেদাতা গণেশ পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। গণেশ পূজা উপলক্ষে পূজা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে ওষুধপত্র প্রদান করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, এবছর বন্যায় মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। সে কারণেই গণেশ পূজার খরচ বাঁচিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মেগলীবন্দ চা বাগান এবং বলদাখাল এলাকায় আরো দুটি স্বাস্থ্য শিবির করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, টাউন প্রতাপগড়ে সিদ্ধিদাতা গণেশ চতুর্থীতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য। এদিন এলাকাবাসীর উদ্যোগে বন্যায় দূর্গতদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

এদিন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রতাপগড় ৩১ নং ওয়ার্ডের বিজেপি কর্মী ও সর্মথকরা গণেশ পূজায় ব্রতী হয়েছেন। তাঁর কথায়, কিছুদিন আগে বন্যায় প্রতাপগড় এলাকার বেশ কিছু জায়গায় জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই তাদের কথা মাথায় রেখে এলাকাবাসীরা সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন।

পড়ুয়ারা

● প্রথম পাতার পর

উল্লেখ্য, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষের পরীক্ষায়, প্রথম ব্যাচের মোট ৪৪ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। গত মাসের ৫ আগস্ট ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্ডিয়ান ডেন্টাল কাউন্সিলের নির্দেশিকা অনুযায়ী আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ এন্ড আইজিএম হাসপাতালের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ক্লাস শুরু হবে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

মৃত ৬

● প্রথম পাতার পর

মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া প্রায় লক্ষাধিক মানুষ। গত মাসেই যেখানে দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল, সেখানেই সম্প্রতি আবার অশান্তি শুরু হয়েছে।

ধূপগুড়িতে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে উত্তাল রাজ্যের মধ্যে ধূপগুড়ির ডাউকিমারীতে তৃণমূল নেতা পরিমল সরকারের বিরুদ্ধে এক পরিচারিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। পরিমল সরকার পশ্চিমবঙ্গ দলিল লেখক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগ, গত ৮ই জুন তিনি পরিচারিকাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এই ঘটনা ধামাচাপা দিতে অভিযুক্তের পরিবারের পক্ষ থেকে চাপ ও প্রলোভন দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা জামিন পেলেও, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেনি বলে অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং তৃণমূল নেতার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ধূপগুড়িতে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।

বিজেপি নেতা কমলেশ সিংহ রায় জানান, তৃণমূল নেতা পরিচারিকাকে কাজে ডাকার অজুহাতে ধর্ষণ করেছেন, এবং তার কঠোর শাস্তির দাবিতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রামীণ ব্লক সভাপতি মলয় রায় বলেন, অভিযুক্ত নেতার সাথে দলের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং যদি তিনি দোষী প্রমাণিত হন, তবে শাস্তি প্রাপ্য হবে। আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিও এই বিক্ষোভে তুলেছেন বিজেপি কর্মীরা।

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে তমলুকে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা

তমলুক,৭ সেপ্টেম্বর (হি.স .): কথা রাখলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি তমলুকের নিমতৌড়িতে জেলাশাসকের ভবনে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে তমলুকের মানুষের পানীয় জলের সমস্যার কথা জানান তাম্রলিপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ন রায়। বৈঠকে জানিয়েছিলেন এলাকার মানুষের জন্য বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। রুপনারায়ন নদের জল পরিশুদ্ধ করে তা বাড়ি বাড়ি পাঠানো হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই কথার বাস্তবায়ন হলো শনিবার। গত ৪ ঠা মার্চ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ভাচ্যুয়াল প্রকল্পের শিলান্যাস হয়। এদিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজের শুভারম্ভ হয়।তমলুক পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিন চড়া শংকরআড়ায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) অনির্বাণ কোলে, তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আবজল এবরার, তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ণ রায়, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের আধিকারিকরা, তাম্রলিপ্ত পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ অন্যান্যরা।তাম্রলিপ্ত পুরসভার চেয়ারম্যান দীপেন্দ্র নারায়ন রায় জানান, ভীষণ খুশি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার কথা রেখেছেন। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের আবেদন ছিলো পরিশুদ্ধ পানীয় জলের। সেই আবেদন বাস্তবায়ন হতে চলেছে। দ্রুত যাতে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পাম্পের মাধ্যমে পৌঁছায় তার চেস্টা করবো। পূর্ব মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) অনির্বাণ কোলে জানান, দিনে দিনে ভূ-গর্ভস্থ জলে পরিমান কমছে। তাই আমরা নদ নদীর জলকে পানীয় উপযোগী করে বাড়ি বাড়ি পাঠানোর কাজ করে চলেছি। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে যাতে জেলার প্রতিটি বাড়িতে পাইপের মাধ্যমে পৌঁছায় তার কাজ করতে হবে। শুধু শহর এলাকায় নয় গ্রামে গ্রামেও এই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এর প্রথম ব্যাচের ফলাফল বেরিয়েছে। সরকারি ডেন্টাল কলেজের প্রথম ব্যাচ ইতিহাস হয়ে থাকবে। সারা জীবন তাদের মনে রাখা হবে। আমরা চায় রাজ্যে আরো মেডিকেল কলেজ হোক, ডেন্টাল কলেজ হোক, এডুকেশন হাব হোক।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (জাতীয় শিক্ষা নীতি) চালু করা সম্ভব হয়েছে। সেই দিশায় রাজ্যেও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে জাতীয় শিক্ষা নীতি লাগু হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপএকৃত হবে ছাত্র সমাজ। এই সরকার ”লক্ষ্য” নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। মূলত, রাজ্যের শিক্ষিত যুবরা যাতে আইএএস, আইপিএস ইত্যাদি সর্বভারতীয় প্রশাসনিক পদে চাকরির জন্য ইউপিএসসি পরীক্ষায় যাতে বসতে পারে সেজন্য এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ইউপিএসসি পরীক্ষায় প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ হলে তাদের ৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এপর্যন্ত ৯ জনকে এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দিব্যাঙ্গ, দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠরতদের প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা এবং উচ্চশিক্ষার অধীনে যারা ডিপ্লোমা কোর্সে পড়াশুনা করছে তাদের জন্য প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৩ জন দিব্যা, দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থী এই প্রকল্পের আওতায় এসেছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিংকু রায়, বিধায়ক বীরজিত সিনহা, কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের এই ঐতিহাসিক যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি চিত্র প্রদর্শনী ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনী ও রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মৃত্যু ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে। আজ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারে লোকজনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস জানান, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের মাধ্যমে যদি প্রকাশ হয় মৃত্যুর পিছনে কারোর কোনোপ্রকার গাফিলতি রয়েছে তাহলে পুলিশ এই ব্যাপারে আইনগতভাবে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহন করবে।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল লীগ ফুটবলে ত্রিবেণীকে হারালো বুলেটস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ে ফিরেছে নাইন বুলেটস। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘকে দুই গোলে হারিয়ে ফের জয়ের স্বাদ পেয়েছে নাইন বুলেটস ক্লাব। প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের কাছে ১-২ গোলে হারটায় তাদের কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর রামকৃষ্ণ ক্লাবকে তিন গোলে হারানোর পর, তৃতীয় ম্যাচে ফরোয়ার্ড ক্লাবের সঙ্গে দুই দুই গোলে ম্যাচ ড্র করে আবার একটা হোঁচট খেতে হয়েছিল। আজ, শনিবার শক্তিশালী ত্রিবেণী সংঘকে দুই গোলে হারিয়ে ফের নিজেদের অবস্থান প্রথম সারিতে একেবারে শীর্ষে তুলে এনেছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল আসরের অষ্টম দিনের প্রথম ম্যাচ তথা লীগের ১৪তম খেলায় নাইন বুলেটস এক প্রকার ডার্ক হর্সের মতো খেলে ত্রিবেণীকে পরাজিত করেছে। নিছক অর্থে বলা যায় ত্রিবেণী খেলেছে, জিতেছে নাইন বুলেটস। কেননা ত্রিবেনীর যে কয়টা গোলমুখী আক্রমণ শেষ মুহূর্তে ভেস্তে গেছে সেগুলো কাজে লাগাতে পারলে খেলার ফলাফল অন্যরকম হতো। প্রথমার্ধের পাঁচ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল নাইন বুলেটসের পক্ষে রাজীব সাধন জমাতিয়ার পা থেকে।

ঠিক শেষ বাঁশি বাজার পাঁচ মিনিট আগে দ্বিতীয় গোল রাজিবের সৌজন্যেই। পুরো খেলায় ত্রিবেনীর আক্রমণ ভাগের ছেলেরা একাধিকবার গোলমুখী আক্রমণ রচনা করলেও গোল পরিশোধের নিশ্চিত সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। এদিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি বিজয়ী নাইন বুলেটসের শাহজাহান ও রাজীব সাধনকেই হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। গোলরক্ষক অমিত জমাতিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, বিপ্লব সিংহ, বিশ্বজিৎ দাস ও তপন কুমার নাথ। দিনের খেলা: সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এগিয়ে চল সংঘ বনাম ফরোয়ার্ড ক্লাব।

জাতীয় ফুটবলে অংশ নিতে রাজ্য দলের রওয়ানা আজ, টিএফএ-র শুভেচ্ছা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্যদল রওয়ানা হচ্ছে আগামীকাল। সাব জুনিয়র বালকদের ফুটবল দল আসামের জোরহাটে আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ জাতীয় সাব জুনিয়র বালকদের ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে রাজ্য দল আগামীকাল রওয়ানা হবে। আজ, শনিবার বিকেলে, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানান। ২২ জন খেলোয়ার এবং দুইজন অফিসিয়াল সহ মোট ২৪ জনের দল আগামীকাল আসামের জোরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। উল্লেখ্য, জার্জিস অন্তরে এগিয়ে এসেছেন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী সুজিত সাহা। তিনিও মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আসন্ন টুর্নামেন্টের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পাশাপাশি ক্রীড়া মোদী মহলও রাজ্য দলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। রাজ্য দলের খেলোয়াররা হলো: সন্দীপ দেববর্মা, ধর্ম সাধন জমাতিয়া, মানব দেববর্মা, সুব্রত সিনহা, তরুণ চাকমা, সান জমাতিয়া, ভিক্টর হালাম, জেনেসিস ডার্লং (অধিনায়ক), হাম ক্রুঙ্গা রিয়াং, আধার জমাতিয়া, মেসকারিয়ান রিয়াং, আরিয়ান সিনহা, অমরজিৎ সিংহ, রোহিত দেববর্মা, নাইথক জমাতিয়া, বিবেক মুহুরী, সুশান্ত দেববর্মা, পইতু দেববর্মা আয়ুষ চাকমা, তরুণ সরকার, অর্ণব দেব। কোচ সমীর ত্রিপুরা, ম্যানেজার সমরজিৎ দেববর্মা। উল্লেখ্য, রাজ্য দলের প্রথম ম্যাচ ১২ সেপ্টেম্বর চন্ডিগড় এর বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ১৪ সেপ্টেম্বর হরিয়ানার বিরুদ্ধে এবং ১৬ সেপ্টেম্বর আন্দামান ও নিকোবর এর বিরুদ্ধে।

ব্রাসেলসে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করলেন নীরজ, ১৩ ও ১৪ সপ্টেম্বর ফাইনাল

ব্রাসেলস, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্রাসেলসের ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে উঠেছেন নীরজ চোপড়া। ১৩ এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ফাইনাল।

জুরিখে অনুষ্ঠিত ডায়মন্ড লিগের পরে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে ছিলেন নীরজ। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স ২৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থানে। জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার ২১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়। চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকুব ভাদলেচ ১৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে।

মলদোভার আনদ্রিয়ান মারদারে এবং জাপানের রডেরিক ডিন সেরা ছয়ে রয়েছেন। প্যারিস অলিম্পিকে জ্যাভলিনে সোনা পাওয়া আর্শাদ নাদিম সেরা ছয়ে নেই। চলতি মরশুমে ডায়মন্ড লিগের দুটো সংস্করণে অংশ নিয়েছিলেন নীরজ।

মে মাসে দোহায় ৮৮.৮৬ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় হন। লুসানেতেও নীরজ ৮৯.৪৯ মিটার ছুড়ে দ্বিতীয় হন।

প্যারিস অলিম্পিকে নীরজকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল দেশবাসী। ৯০ ছুঁড়ে তিনি সোনা পাবেন। কিন্তু সোনা জিততে পারেননি নীরজ। রুপো পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁকে।

প্যারিস অলিম্পিকের পরে দেশে না ফিরে নীরজ কুঁচকির চোটের চিকিৎসার জন্য জার্মানি যান। চোট সারিয়ে নীরজ কতখানি তৈরি তা এবার বোঝা যাবে ব্রাসেলসের ফাইনালে।

তাই নজর সবার থাকবে নীরজ কী করেন।

বাদল বৈদ্য স্মৃতি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন সাধু চন্দ্রপাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেণির স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বাদল বৈদ্য স্মৃতি প্রতিভা অন্বেষণ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুমারঘাটের সাধু চন্দ্রপাড়া। সাধু চন্দ্র পাড়া ফটিকরায়ের মুখোমুখি হয়। তীব্র উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচে প্রথমার্ধে কোন দল গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে সাধু চন্দ্রপাড়া ম্যাচের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে পরপর দুটি গোল দিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা এনে দেয়। এই টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় সাধু চন্দ্রপাড়ার যুবরাজ রিয়াং। ম্যান ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয় ফটিকরায় দলের মুইয়া ডারলং। সেরা গোল রক্ষক নির্বাচিত হয় সাধু চন্দ্র পাড়ার হাম লোক রিয়াং। এই টুর্নামেন্টের ক বিভাগের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় সোনালী সংঘ। দ্বিতীয় হয় কুসুম কলি একাদশ। দুই দলকে পুরস্কৃত করা হয়। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা দলের এক সময়কার সেরা খেলোয়ার আব্দুল গফুর, ক্রীড়া সংগঠক নাজমুল মিয়া, টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সুদর্শন বৈদ্য, প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ পাল, জিবেন্দ্র মিত্র, জয়ন্ত মালাকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য গপ্পাই মিঞা সহ প্রমুখ। বিজয়ী এবং রানার্স দলকে আর্থিক পুরস্কার এবং ট্রফি তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

উয়েফা নেশন্স লিগ : ফ্রান্সকে হারিয়ে ইতালির শুভসূচনা

প্যারিস, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উয়েফা নেশন্স লিগের নতুন আসরে শুভসূচনা করল ইতালি। প্যারিসে শুক্রবার রাতে 'এ' লিগের দুই নম্বর গ্রুপের ম্যাচে ফ্রান্সকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইতালি। প্যারিসে নিজেদের ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষের ভুলে ১৩ সেকেন্ডে করা গোলে এগিয়ে যায় ফ্রান্স। এই গোলটি ফ্রান্সের ইতিহাসে এবং নেশন্স লিগে দ্রুততম। ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন বারকোলা। ফ্রান্সের হয়ে আগের দ্রুততম গোলের রেকর্ড ছিল বের্নাদ লাকুম্বের ১৯৭৮ সালে। সেই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে ইতালির বিপক্ষেই ৩৭ সেকেন্ডে গোল করেছিলেন তিনি। ৩০ মিনিটে সমতায় ফেরে ইতালি। গোল করেন দিমারকো। দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিটে দারুণ আক্রমণ থেকে ইতালিকে এগিয়ে দেন ফ্রাত্তেসি। ৭৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় ইতালি। গোল করেন রাসপাদোরি। ২০০৮ সালের পর এই প্রথম ফ্রান্সের বিপক্ষে জয় পেলো ইতালি।

জাগরণ 8 September 2024, Sunday আগরতলা ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ইং, ■ ২২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা রাজ্য সরকারের, ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্রীকে ঃ ভগবান দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা বিধানসভাতে বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করছে রাজ্য সরকার। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন সাধারণ সম্পাদক ভগবান দাস।

এদিন ভগবান দাস বলেন, বন্যা দুর্গত মানুষের জন্য ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকে বিজেপি দলের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, খাদ্য জনসংভরণে ৭০ কোটি , কৃষিতে ১৫ কোটি ,হটিকালচার ৫ কোটি, শিক্ষা ক্ষেত্রে ১২ কোটি ,নগর উন্নয়ন দপ্তরে ১২ কোটি, গ্রাম উন্নয়নে স৪০কোটি, স্বাস্থ্য দপ্তরের ১০ কোটি ,বিদ্যুৎ দপ্তরে ১০০ কোটি সহ পি ডব্লিউ ডি দপ্তরে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সরকারি নৌকা না পেয়ে দুর্গতদের ভোগান্তি

মানিকচক, ৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): মালদার মানিকচকের ভূতনি থানার তিনটি অঞ্চল গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়েছে। দুর্গত এলাকার মানুষের পারাপারের জন্য সরকারিভাবে ৫২টি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি। তবে অভিযোগ উঠেছে, সেই সরকারি নৌকা সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। বরং প্রতিটি যাত্রায় ৩০ থেকে ৫০ টাকা খরচ করে তাদের বেসরকারি নৌকা ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

রেশন সামগ্রী কেনার জন্য যে টাকাটা মানুষ সঙ্গে রাখেন, তা নৌকা পারাপারেই খরচ হয়ে যাচ্ছে। সরকারি নৌকা পাওয়ার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রখর রোদে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দুর্গত এলাকাবাসীদের। ফলে, অনেকেই অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে বেসরকারি নৌকায় পারাপার করছেন।

এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছেসরকারি ৫২টি নৌকা কোথায়? সাধারণ মানুষ কেন সেই নৌকাগুলি ব্যবহার করতে পারছে না?

বিজেপি জেলা নেতা গৌরচন্দ্র মণ্ডল এই ঘটনায় প্রশাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সরকারি নৌকা থাকলেও সেগুলো সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে পারছে না, যা দুর্ভাগ্যজনক। দুর্গতদের প্রতি এমন অবহেলা গ্রহণযোগ্য নয়।'

মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ড শ্রমিক সংগঠনে দুই গোষ্ঠীর লড়াই, উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: মেলাঘর মোটরস্ট্যান্ড শ্রমিক সংগঠনের অফিস দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ের গোটা এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। ওই ঘটনাকে গতকাল সন্ধ্যায় মেলাঘরে অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বর্তমানে মেলাঘরে মোটরস্ট্যান্ডে পরিচালনায় যে গোষ্ঠী রয়েছে তারা দলের বর্তমান নেতৃত্বের আস্থাভাজন। বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী নিগো বাণিজ্যের মাফিয়াদের সঙ্গে যু রয়েছে, তাই ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে তৎপর হয় বিরোধী গোষ্ঠী। অভিযোগ, তাদের কারণে মেলাঘরে মোটরস্ট্যান্ডের এলাকা বিনষ্ট হচ্ছে।

বিরোধী দলের দাবি, বর্তমান ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী শ্রমিকদের শোষণ করছে। তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রমিক সংগঠনের অফিস দখল করতে যায়। তাতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদে পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠে।

রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন, রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

মালদা, ৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): রাজস্থানের বিজেপি শাসিত এলাকায় বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে তার বিহারের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। মৃত শ্রমিক, মতি আলি (৪২), মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের মিসকিনপুর গ্রামের বাসিন্দা, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রাজস্থানে একটি সোনার দোকানে কাজ করছিলেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় বিহার ও ওড়িশার সহকর্মী সঙ্গে বচসা হয়, যা পরবর্তীতে মারধোরে রূপ নেয়।

মারধোরের ফলে মতির পেটে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করলেও তার পেটে নাড়িভুঁড়ি ফেটে যাওয়ায় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। দুই দিন চিকিৎসার পর, ৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকালে তার মৃত্যু হয়। মতি আলি তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন, এবং তার অকাল মৃত্যুর ফলে স্ত্রী রৌশনা খাতুন ও দুই নাবালক সন্তান গভীর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

এই ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। আজ স্থানীয় বিধায়ক ও রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাদের সমবেদনা জানান। তিনি অভিযোগ করেন যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি শ্রমিকদের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ।

তবে বিজেপি নেতারা তার এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং পাল্টা দাবি করেছেন যে বাংলার কর্মসংস্থানের অভাবে শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। যদিও বিজেপির তরফ থেকে বলা হয়েছে, আইন অনুযায়ী দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

মৃতদেহ শনিবার রাতে মতি আলির গ্রামের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হবে। পরিবারের কান্নায় ভেঙে পড়ার পাশাপাশি, এই ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্কও নতুন করে দানা বেঁধেছে।

অটো ও স্কুটির সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর: অটো ও স্কুটির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছে দুইজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শনিবার শান্তির বাজার নতুন ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় টি আর ০৮ ৯৬৮২ নাম্বারের স্কুটি ও টি আর ০১ বি জে ৫৯৬১ অটোর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে এক যাত্রী ও স্কুটি চালক গুরতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আহতরা হলেম, সাব্রুম মহকুমার সোনাই চাতকছড়ির বাসিন্দা কিরন ত্রিপুরা (২০) অপরজন স্কুটি চালক বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই এলাকার বাসিন্দা অমিত মজুমদার।

স্ক্যানার মেশিন স্থাপনের দাবিতে গাড়ি চালকরা বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে যানবাহনে দ্রুত তল্লাশির জন্য অত্যাধুনিক স্ক্যানার মেশিন স্থাপনের দাবিতে গাড়ি চালকরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, প্রতিনিয়ত চুরাইবাড়ি নাকা পয়েন্টে যানবাহনে তল্লাশির কারণে তিন থেকে চারদিন ধরে অপেক্ষা করতে হয় চালকদের। তাতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তায় খাওয়ার জায়গা পর্যন্ত নেই। তাই সরকারের নিকট তাদের দাবি দ্রুত তল্লাশির জন্য অত্যাধুনিক স্ক্যানার মেশিন স্থাপন করার ব্যবস্থা করা হোক।

খুন-ধর্ষণে আদালতে ফাঁসির নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মাটিগাড়ায় স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার কিনারা করল পুলিশ। শনিবার দোষীকে ফাঁসির সাজা শোনালেন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক। শুক্রবার তা পিছিয়ে যায়। দোষী সাব্যস্ত মহম্মদ আব্বাসকে শনিবার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর জি কর-কাণ্ডের আবহে এই শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শুক্রবার মৃত্যুদণ্ড দাবি করে দীর্ঘ সওয়াল করেন সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি দেশের বিভিন্ন আদালতের একাধিক রায় নজির হিসেবে তুলে ধরে দাবি করেন, এই ধরনের বিরল ঘৃণ্য অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডই হওয়া উচিত। অন্যদিকে অপরাধীর তরফে আইনজীবী আদালতকে জানান, দোষী সাব্যস্ত যুবকের বাড়িতে বৃদ্ধা মা রয়েছে। তাঁকে ফাঁসির সাজা দিলে গোটা পরিবার ভেসে যাবে, তাই ফাঁসির সাজা থেকে বিরত থাকা হোক।

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক চার বাংলাদেশি নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে শনিবার ভোরে ধর্মনগর পুলিশের হাতে আটক চার বাংলাদেশি নাগরিক। পুলিশী জেরায় তারা বাংলাদেশী নাগরিক বলে স্বীকার করেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, চার বাংলাদেশে কলা শহর দিয়ে সীমান্ত পারাপার করে কুমারঘাট এসেছিল। সারারাত তারা অটোরিকশা করে কুমারঘাট এর বিভিন্ন জায়গা ঘোরাঘুরি করে। সকালে ধর্মনগর এলআইসি অফিসের সামনে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। টহলদারী পুলিশের এই চারজনকে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে সন্দেহ জাগে। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে এই চারজনই বাংলাদেশী। ঢাকায় রুবেল নামে এক ব্যক্তি তাদেরকে ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়েছে সেখানে কাজে যোগদান করার পর সে টাকা পাবে বলে।

যে চারজনকে ধর্মনগর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তারা হল, মোহাম্মদ হানিফ (৫০) বাড়ি মুরালগঞ্জ বাগেরহাট বাংলাদেশ, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (৩৫) বাড়ি গোপাল পানি বাগেরহাট বাংলাদেশ, পারুল বেগম বাড়ি জামালাটিলা বাগেরহাট বাংলাদেশ এবং জেসমিন আক্তার তার বাড়ি জামিয়া টিলা বাগেরহাট বাংলাদেশ। তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

আগামী বছর সমস্ত সুবিধাভোগীদের রাবার প্লান্টেশনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে টিআরপিসি ঃ চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: আগামী বছর সমস্ত সুবিধাভোগীদের রাবার প্লান্টেশনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে টিআরপিসি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন টিআরপিসি -এর চেয়ারপার্সন পাতাল কন্যা জমাতিয়া। সাতে তিনি যোগ করেন, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ১৫,৯১৯.৮৪ হেক্টর জমিতে রাবার গাছ রোপণ করা হয়েছে।এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে ১৬ হাজার ১৮২ জন সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়েছে। তাদের সমস্ত সুবিধা প্রদান করবে টিআরপিসি। এদিন তিনি বলেন, টি আর পি সি -তে আবেদনের ভিত্তিতে বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরই টিআরপিসি আগামী বছর সমস্ত বেনিফিসারীদের রাবার প্লান্টেশন এর জন্য উদ্যোগ নেবে।এদিন তিনি আরো বলেন, দক্ষিণ জোন অফিস, ধলাই জোন অফিস, টি আর পি সি -র প্রধান কার্যালয়ের অধীন সমস্ত জোন অফিসগুলিতে এই আবেদন পত্র জমা দিতে পারবে। পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সাম্প্রতিককালের ভয়াবহ বন্যায় টি আর পি সি -এর ভূমিকা কি ছিল তাও তুলে ধরেন তিনি।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ প্রমিলা বাহিনীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবিতে উদয়পুর-কিল্লা সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন প্রমিলা বাহিনী। আজ অবরোধের জেরে কিল্লা ব্রিজ এলাকায় বহু যানবাহন আটকে পড়ে।

অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে উদয়পুর কিল্লা বিধানসভা এলাকার জনগণ প্রচন্ড পানীয় জলের অভাব বোধ করে আসছিল। এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে হাফ নেতা ফুল নেতা সিকি নেতা কে জলের সংকটের কথা জানিয়ে আসলেও আজও পর্যন্ত তা সমস্যা সমাধানের কোন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। এর আগে জলসম্পদ দপ্তরের অধিকর্তা জল সংকটে কথা জানানো হয়েছিল। তখন জল সম্পদের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে জল সরবরাহ করা হবে। কিন্তু কথা রাখেনি দপ্তর। তখন বাধ্য হয়ে এলাকার জনগণ রাস্তা অবরোধ করেছিল। তখনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল প্রতিনিয়ত জল সরবরাহ করা হবে এলাকায়। কথা খেলাপ করবে না দপ্তর। দপ্তরের আধিকারিকের কথা বিশ্বাস করে সেদিনও এলাকার জনগণ রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করেছিল। সেই মোতাবে দুইদিন এলাকায় নিয়মিতভাবে জল সংগ্রহ করেছিল। তৃতীয় দিন থেকে আজকে পর্যন্ত নিয়মিত জল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে জলসম্পদ দপ্তর। বাধ্য হয়ে শনিবার সকাল থেকে কিল্লা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা মহিলারা জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে।

ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে সূচনা হয়েছে নতুন এনডিএ ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে সূচনা হয়েছে নতুন এনডিএ ক্লাবের। প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই বিদ্যালয়ে চালু হলো এই কেন্দ্র। পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্ক মানসিকতা জাগ্রত করতে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ে সূচনা হলো এনডিএ ক্লাবের।

শনিবার স্কুলে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সূচনা হয় এই ক্লাবের। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি নিলকান্ত সিনহা, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ রঞ্জন পাল সহ অন্যান্য অতিথীরা। এদিন ফিতে কেটে বিদ্যালয়ের নতুন এনডিএ ক্লাবের সূচনা করেন অতিথীরা। আলোচনা রাখতে গিয়ে জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস আশাব্যাক্ত করেন এই ক্লাব চালু হওয়ায় বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মাঝে বিজ্ঞান সম্মত মানসিকতা তৈরী হবে। এতেকরে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি হাতেকলমে এসব শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে পড়ুয়ারা।

ত্রিপুরা বায়ো টেকনিক কাউন্সিলের তরফে চলতি বছর ঊনকোটি জেলার তিনটি বিদ্যালয়কে এনডিএ এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যার মধ্যে ফটিকরায় দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় একটি। কাউন্সিলের তরফে ক্লাবের বিভিন্ন উন্নয়নখাতে করাহয় আর্থিক বরাদ্ধ। ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জগদিশ দেবনাথ জানিয়েছেন, এই ক্লাবটি চালু হওয়ায় বর্তমানে বিদ্যালয়ে মানব শরীরের রক্ত পরীক্ষা সহ বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষা ও ব্যাবহারের অযোগ্য কাগজ পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা সহ একাধিক কার্যক্রমে শিক্ষিত হতে পারবে পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ে এই নতুন এনডিএ ক্লাবকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ পড়ুয়াদের মধ্যে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো লক্ষনীয়।

রাস্তার ধূলোতে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী গাড়ি আটকে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

মেমারী, ৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): পূর্ব বর্ধমানের মেমারী-তারকেশ্বর রাস্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার বাস, লরি ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে। এই রাস্তাটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত। বিগত কিছুদিন ধরে রাস্তা দিয়ে কেমিক্যাল ও সিমেন্ট বোঝাই ডাম্পার অতিরিক্ত বোঝাই করে চলাচল করছে। এসব ডাম্পার থেকে ছাইয়ের মতো পদার্থ উড়ে চারপাশ ধূলোয় ভরে যাচ্ছে, যার ফলে রাস্তাটি কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দিনের বেলায় ধূলোয় ঢেকে যায় রাস্তা, অন্ধকারের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এলাকার মানুষদের অসহনীয় ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।শনিবার সঁকালে মেমারী থানার অন্তর্গত পারিজাত নগরে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা এই কেমিক্যাল ও সিমেন্ট বোঝাই ডাম্পারগুলো আটকায়। মেমারী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আশ্বস্ত করলে গাড়িগুলোকে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা যায়, এই ছাইজাতীয় পদার্থ রাস্তা নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রশ্ন উঠছে, মেমারী-তারকেশ্বর রাস্তায় অতিরিক্ত ভারী পণ্যবাহী গাড়ি নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে পুলিশের নজর এড়িয়ে এসব ডাম্পার রাস্তা দিয়ে পরিবেশ দূষণ করে চলতে পারছে?

স্থানীয় বাসিন্দারা অবিলম্বে এসব ছাই বোঝাই গাড়ি চলাচল বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন, যাতে তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয় এবং পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়।

দুর্গাপূজার আগে পাকুয়াহাটে ফুটপাত দখল মুক্ত করতে প্রশাসনের অভিযান

বামনগোলা, ৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): দুর্গাপূজার আগেই সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করতে মালদার বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট এলাকায় ফুটপাত দখল মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ। রাস্তার ওপর দোকানদারদের রাখা সামগ্রীতে এলাকাবাসী সমস্যায় পড়ছিলেন, যা নিয়ে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার রাতে যৌথভাবে অভিযান চালায় প্রশাসন।বামনগোলা ব্লকের বিডিও মনোজিৎ রায়, বামনগোলা থানার আইসি তরুণ কুমার রায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অশোক সরকারের নেতৃত্বে এই অভিযানে দোকানদারদের অনুরোধ করা হয় দোকানের যাবতীয় জিনিস রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দোকানের ভিতরে রাখার জন্য। এতে দুর্গাপূজার সময় সাধারণ মানুষের চলাচলে কোনো সমস্যা হবে না বলে আশাবাদী প্রশাসন।

ব্লক সভাপতি অশোক সরকার বলেন, 'ফুটপাত দখল করে দোকান চালানোয় সাধারণ মানুষের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। তাই পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে পাকুয়াহাট এলাকায় ফুটপাত দখল মুক্ত করতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।' এই পদক্ষেপের ফলে পুজোর মুখে এলাকাবাসী ও পথচারীরা স্বস্তি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান আদিবাসী কল্যাণে একটি দূরদর্শী উদ্যোগ ঃ জেলা শাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান যা আদিবাসী কল্যাণের দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি দূরদর্শী উদ্যোগ। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

তিনি বলেন, গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান শুরু হয়েছিল। এই মিশনে অধীন ২২টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী যারা উন্নয়ন থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল তাদেরকে উন্নয়নের মাধ্যমে মুলধারায় নিয়ে আসা। এই প্রকল্পটি সফলভাবে পূরণ করায় একমাত্র লক্ষ্য।

এদিন তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর প্রদান করা হয়েছে। যাদের জায়গা নেই, তাদেরকে পাট্টার মাধ্যমে জায়গার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বাড়িতে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম জেলাশাসক জানান, প্রধানমন্ত্রী জনগণ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের জনজাতি অংশের জনগণের কল্যাণে এই প্রকল্প সারা রাজ্যেই কার্যকর হয়েছে। পশ্চিম জেলার জিরানিয়া ও পুরাতন আগরতলা এবং বেলবাড়ি ব্লকে এই প্রকল্পের অধীন বেশ কিছু সংখ্যক জনজাতি অংশের জনগণকে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখনো যারা সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরে রয়েছেন তাদেরকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুযোগ যথাযথ ভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক।

জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার বলেন, নিরাপদ আবাসন, বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সড়ক ও টেলিকম সংযোগ, বিদ্যুতায়নহীন গৃহস্থালির বিদ্যুতায়ন এবং টেকসই জীবিকার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান যা আদিবাসী কল্যাণের দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি দূরদর্শী উদ্যোগ। এমনটাই বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

তিনি বলেন, গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান শুরু হয়েছিল। এই মিশনে অধীন ২২টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে দুর্বল উপজাতি গোষ্ঠী যারা উন্নয়ন থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল তাদেরকে উন্নয়নের মাধ্যমে মুলধারায় নিয়ে আসা। এই প্রকল্পটি সফলভাবে পূরণ করায় একমাত্র লক্ষ্য।

নারী নির্যাতন বন্ধ করার দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল নারী সমন্বয় কমিটির

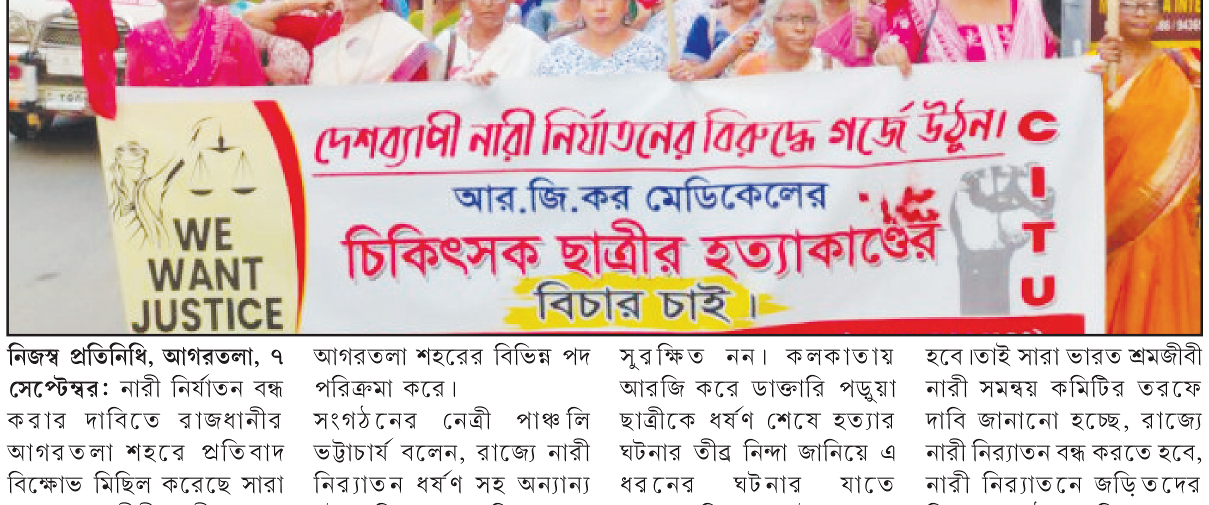

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর: নারী নির্যাতন বন্ধ করার দাবিতে রাজধানীর আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল করেছে সারা ভারত শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটি। এদিনের মিছিলটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে।

সংগঠনের নেত্রী পাঞ্চলি ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যে নারী নির্যাতন ধর্ষণ সহ অন্যান্য ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত নন। কলকাতায় আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ শেষে হত্যোর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।তাই সারা ভারত শ্রমজীবী নারী সমন্বয় কমিটির তরফে দাবি জানানো হচ্ছে, রাজ্যে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, নারী নির্যাতনে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।